Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Chaitra 22, 1432 Bangla, April 04, 2026, Saturday, No. 91, 56th year

H I G H L I G H T S

State Minister for Foreign Affairs Shama Obaed has said 6 Bangladeshis have been killed so far in the ongoing war in Middle East. The bodies of 3 victims have already been repatriated with state assistance. [BBC: 03]

The measles outbreak continues in country. Govt. has reported 94 suspected measles deaths, mostly among children, over the past 19 days in different parts of country. [Jago FM: 16]

WHO says that "immunity gap" in routine childhood immunisation over past 2 years in BD the primary reason behind current measles outbreak. [DW: 12]

Traders have expressed dissatisfaction with govt.'s dicision to close all shops & markets by 6 pm. They said, closing the shops will have a negative impact on sales & will also affect the overall economy. [Jago FM: 16]

Despite govt.'s directive to close shopping malls by 6 pm, traders in capital's New Market area were seen keeping most of their shops open & continuing their business even after stipulated time. [Jago FM: 16]

TIB has expressed deep disappointment over the recommendation to repeal 2 ordinances relating to the appointment of SC judges & a separate secretariat, & suspension of NHRC ordinance in name of review. [DW: 10]

The country's export earnings have continued a downward trend for the eighth consecutive month. Exporters & experts have largely attributed the decline to reduce shipments in the RMG sector. [Jago FM: 13]

FAO says, food prices have begun to rise in the global market due to the ongoing war between the US & Israel with Iran. [BBC: 08]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
চৈত্র ২২, বাংলা ১৪৩২, এপ্রিল ০৪, ২০২৬, শনিবার, নং- ৯১, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এখন পর্যন্ত ছয়জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। যার মধ্যে তিনজনের মরদেহ দেশে এসেছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ। [বিবিসি: ০৩]

দেশে হামের প্রাদুর্ভাব অব্যাহত রয়েছে। গত ১৯ দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে হামের উপসর্গ নিয়ে ৯৪ শিশুর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। [জাগো এফএম: ১৬]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, বাংলাদেশে গত দুই বছরে শিশুদের নিয়মিত টিকাদানের ক্ষেত্রে যে ইমিউনিটি গ্যাপ তৈরি হয়েছে, হামের বর্তমান প্রাদুর্ভাবের সেটাই প্রাথমিক কারণ। [ডয়চে ভেলে: ১২]

সন্ধ্যা ৬টার পর সবধরনের দোকান ও বিপণিবিতান বন্ধ রাখার সরকারি নির্দেশে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা। তাদের মতে, এতে বিক্রিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং এটি সার্বিক অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করবে। [জাগো এফএম: ১৬]

সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে বিপণিবিতান বন্ধ রাখার নির্দেশনা থাকলেও, নির্ধারিত সময় অতিক্রমের পরও অধিকাংশ দোকান খোলা রেখে ব্যবসা চালিয়ে যেতে দেখা গেছে রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকার ব্যবসায়ীদের। [জাগো এফএম: ১৬]

সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ও পৃথক সচিবালয় বিষয়ক দুইটি অধ্যাদেশ বাতিল এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ যাচাই-বাছাইয়ের নামে স্থগিতের সুপারিশে ক্ষুব্ধ ও হতাশ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। [ডয়চে ভেলে: ১০]

দেশের পণ্য রপ্তানি টানা অষ্টম মাসের মতো নিম্নমুখী ধারায় রয়েছে। প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক এর শিপমেন্ট কমে যাওয়াই এই পতনের মূল কারণ বলে মন্তব্য করেছেন রপ্তানিকারক ও বিশেষজ্ঞরা। [জাগো এফএম: ১৩]

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়তে শুরু করেছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা। [বিবিসি: ০৮]

বিবিসি

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ছয়জন বাংলাদেশি নিহত : পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এখন পর্যন্ত ছয়জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। যার মধ্যে তিনজনের মরদেহ দেশে এসেছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। শুক্রবার সন্ধ্যায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাহরাইন থেকে আসা বাংলাদেশি কর্মী এস এম তারেকের মরদেহ গ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে-সব প্রবাসী বাংলাদেশির ভিসা নিয়ে জটিলতা হচ্ছে, তাদের ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে সরকার কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছে। এছাড়া যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশি প্রবাসীরা যেন নিরাপদে থাকেন, সেজন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে বলেও জানান তিনি। এসময় নিহতদের পরিবারকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী তিনি জানান, "নিয়ম অনুযায়ী এখন দাফন-কাফনের জন্য ৩৫ হাজার টাকা দিচ্ছি। সঙ্গে আরো ৫০ হাজার টাকার চেক দিয়েছি। এছাড়া ইনসিওরেন্স অনুযায়ী পরবর্তীতে তার পরিবারকে ১০ লাখ টাকা বুঝিয়ে দেওয়া হবে।"(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ রনি)

'তেলের কারণে কোন জিনিসটা ব্যাহত হয়েছে': প্রশ্ন বাণিজ্যমন্ত্রীর

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে জ্বালানি তেলের সংকটে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কোন জিনিসটা ব্যাহত হয়েছে- এই প্রশ্ন করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। শুক্রবার সিলেটে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বাণিজ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য আপদকালীন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। "আপনি পেট্রোল পাম্পে গেলে তেল পাচ্ছেন। এখানে যে এসেছেন মোটরসাইকেল বা গাড়িতে করে, সেটা তেলচালিত বাহন, সুইচ চাইলে বিদ্যুৎ পাচ্ছেন, তো কী আটকাচ্ছে," বলেন তিনি। জ্বালানি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বলেও দাবি করেন মন্ত্রী। জ্বালানি সংকটের কারণে শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হবে কিনা, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্পকারখানার গ্যাস নিশ্চিত করেই অন্যান্য হিসাব করা হয়। ফলে শিল্প উৎপাদনে প্রভাব পড়ার কোনো শঙ্কা নেই।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ রনি)

অফিস চলবে ৯টা থেকে ৪টা, দোকান-শপিংমল বন্ধ হবে সন্ধ্যা ৬টায়

ইরান যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার অফিস সময়সূচি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রোববার থেকে অফিস চলবে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। এতদিন অফিস সময় ছিল সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ৯টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সংসদ ভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর প্রেসব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গণি সিদ্ধান্তগুলো জানিয়েছেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে ব্যাংক লেনদেন চলবে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত। দোকানপাট ও শপিংমলসহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিষয়ে রোববার নির্দেশনা দেওয়া হবে বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব। তিনি আরও বলেন, "আগামী তিনমাস সরকারি ব্যয় কমানো হবে। এ সময়ে কোনো নতুন যানবাহন, জলযান, আকাশযান ও কম্পিউটার সামগ্রী কেনা হবে না।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব এ-ও বলেন, "অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ৫০ শতাংশ কমানো হয়েছে। সরকারি অর্থায়নে সব বৈদেশিক প্রশিক্ষণ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।" সভা-সেমিনারে ব্যয়ও ৫০ শতাংশ কমানো হবে। জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে সরকারি ব্যয় ৩০ শতাংশ কমানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ ব্যয়ও ৩০ শতাংশ কমাতে বলা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশে পেট্রোল-অকটেন উৎপাদনের পরও সংকট কেন?

তেল ফুরিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, ঢাকার আসাদগেটের একটি ফিলিং স্টেশনে গাড়ি ঠেলে নিয়ে আসেন ফারুক মোল্লা। বুধবার সকাল সাড়ে ৬টা থেকে পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষার পর সাড়ে ১১টা নাগাদ জ্বালানি তেল পান তিনি। ফারুক মোল্লা বিবিসি বাংলাকে বলেন, চালক হিসেবে ৩০ বছরের কর্মজীবনে এমন সংকট তিনি দেখেননি। 'সোনার বাংলা' নামের ওই ফিলিং স্টেশনে দেখা যায়, ব্যক্তিগত গাড়িতে সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা এবং মোটরসাইকেলে ৫০০ টাকার তেল দেওয়া হচ্ছে। সড়কের ঠিক উল্টো দিকে আরেকটি ফিলিং স্টেশন রয়েছে, সকাল থেকে সেটি দুপুর পর্যন্ত সেখানে পেট্রোল, অকটেন বরাদ্দ না থাকায় বন্ধ থাকতে দেখা যায়। তবে পাম্প থেকে ডিজেলে সরবরাহ করতে দেখা যায়। আমদানি করা তেলের মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চাহিদা ডিজেলের। কিন্তু এখন শহরে-গ্রামে তেলের জন্য যে হাহাকার এবং দীর্ঘ সারি, তার অধিকাংশই অকটেন ও পেট্রোলের জন্য। তেলের চাহিদা পূরণ করতে হিমশিম অবস্থা তৈরি হয়েছে অধিকাংশ পেট্রোল পাম্পে। চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় বরাদ্দকৃত তেল ফুরিয়ে অনেক ফিলিং স্টেশন বন্ধ থাকতেও দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা ডিজেলের। অথচ অনেক পাম্পে ডিজেল থাকলেও টান পড়েছে অকটেন ও পেট্রোলের। ডিজেল বাংলাদেশ প্রায় পুরোটাই আমদানি করে। অন্যদিকে

বাংলাদেশে নিজস্ব গ্যাসক্ষেত্র থেকে পাওয়া কনডেনসেট থেকে দৈনিক প্রায় সাড়ে চার থেকে পাঁচ হাজার ব্যারেল পেট্রোল ও অকটেন উৎপাদন করছে।

পেট্রোল-অকটেনের উৎপাদন কত

বাংলাদেশে তেলের মজুত এবং উৎপাদন সক্ষমতা মিলিয়ে পেট্রোল, অকটেনের এমন সংকট হওয়ার কথা নয়। কারণ বাংলাদেশে পেট্রোল ও অকটেনের নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থা রয়েছে। সিলেটের গ্যাস ক্ষেত্রগুলোয় গ্যাসের সঙ্গে যে কনডেনসেট (গ্যাস উৎপাদনের সময় উপজাত হিসেবে পাওয়া তরল হাইড্রোকার্বন) পাওয়া যায়, সেটি প্রক্রিয়াজাত করে বাংলাদেশ পেট্রোল ও অকটেনের চাহিদার একটা বড়ো অংশ উৎপাদন করে। বাংলাদেশে বছরে পেট্রোলের চাহিদা ৪ লাখ ৬২ হাজার টন ও অকটেনের চাহিদা ৪ লাখ ১৫ হাজার টন। বাংলাদেশে নিজস্ব উৎপাদন ও ক্রুড অয়েল থেকে ইস্টার্ন রিফাইনারি পরিশোধন করে পেট্রোল আমদানির প্রয়োজন হয় না। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে উৎপাদিত কনডেনসেট থেকে ২ লাখ মেট্রিক টনেরও বেশি, অর্থাৎ মোট চাহিদার প্রায় অর্ধেক পেট্রোল উৎপাদন হয়েছে। এছাড়া অকটেনও হয়েছে মোট চাহিদার চাহিদার প্রায় চারভাগের একভাগ। এ বিবেচনায় বিশ্ববাজার থেকে তেল আমদানি পুরো বন্ধ হয়ে গেলেও, বাংলাদেশে এই মুহূর্তে পেট্রোল ও অকটেনের দিক থেকে একেবারে জ্বালানিশূন্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। এর মধ্যে পেট্রোবাংলার কোম্পানি সিলেট গ্যাস ফিল্ডের দুটি প্ল্যান্টে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশীয় কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করে প্রায় ১ লাখ ১৬ হাজার ৬৬২ মেট্রিকটন পেট্রোল এবং ৫৫ হাজার ৩৩৯ মেট্রিকটন অকটেন উৎপাদন করেছে। ইরান যুদ্ধ এবং তেলের মজুত নিয়ে নানা খবরে আতঙ্ক থেকেই পেট্রোল ও অকটেনের অস্বাভাবিক চাহিদা তৈরি করেছে।

উৎপাদন কোথায় কতটুকু

বাংলাদেশের নিজস্ব কনডেনসেট থেকে পেট্রোল ও অকটেন উৎপাদন করে সরকারি কোম্পানি সিলেট গ্যাস ফিল্ডের দুটি প্ল্যান্ট এবং চারটি বেসরকারি রিফাইনারি। দেশের নিজস্ব গ্যাসক্ষেত্র থেকে আসা কনডেনসেট থেকে সবচেয়ে বেশি পেট্রোল ও অকটেন, কেরোসিন ও ডিজেল এবং অল্প পরিমাণ এলপিজি উৎপাদন করে হবিগঞ্জ অবস্থিত সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের (এসজিএফএল) ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট ও ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট বা সিআরইউ। হবিগঞ্জের প্ল্যান্টে বর্তমানে প্রতিদিন সাড়ে চার হাজার ব্যারেল কনডেনসেট বিভাজন করে ৬০০ ব্যারেলের (৭৪ মেট্রিকটন) মতো অকটেন, ৩ হাজার ৪৫০ ব্যারেল বা ৪২০ মেট্রিকটন পেট্রোল, ১৫০ ব্যারেল বা ২০ মেট্রিকটন ডিজেল ও ১০০ ব্যারেল বা ১৩ মেট্রিকটন কেরোসিন এবং ১৭ ব্যারেল বা ১.৫ মেট্রিকটন এলপিজি উৎপাদন হচ্ছে।

এসজিএফএল এর লিকুইড পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং বিভাগের মহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী জীবন শান্তি সরকার বিবিসি বাংলাকে জানান, এসজিএফএল-এর প্ল্যান্ট দেশীয় কনডেনসেট থেকে দৈনিক চার হাজার ব্যারেলের বেশি পেট্রোল এবং অকটেন উৎপাদন করছে। এই তেল দেশের মোট পেট্রোলের চাহিদার ৩৩-৩৫ শতাংশ এবং অকটেনের চাহিদার ৭-৮ শতাংশ, কেরোসিনের চাহিদার ৭ শতাংশ এবং ডিজেলের চাহিদার ০.২ শতাংশ পূরণ করতে পারে। বাংলাদেশে সিলেট গ্যাস ফিল্ডসের কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট ছাড়াও চারটি বেসরকারি রিফাইনারি দেশীয় কনডেনসেট থেকে প্রক্রিয়াজাত করে পেট্রোল অকটেন, কেরোসিন ও ডিজেল উৎপাদন করে। মি. সরকার বলেন, বাংলাদেশে ফিনিশড প্রোডাক্ট হিসেবে পেট্রোলের আমদানি করা প্রয়োজন হয় না। "দেশীয় যে উৎপাদিত কনডেনসেট, সেটি থেকে দেশের মোট পেট্রোলের চাহিদার প্রায় ৪০-৪৫ শতাংশ পূরণ হচ্ছে। আর বাকিটা ইআরএল (ইস্টার্ন রিফাইনারি লি.) তারা ক্রুড অয়েল থেকে এবং প্রাইভেট যারা আছে, তারা ইমপোর্টেড কনডেনসেট থেকে পেট্রোলের চাহিদা পূরণ করছে।" অকটেনের চাহিদা কতটা পূরণ হয়, সে হিসেব দিয়ে মি. সরকার জানান, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিপিসি প্রায় ৬২ শতাংশ অকটেন উৎপাদন করেছে, বাকি চাহিদা দেশীয়ভাবে পূরণ করা সম্ভব হয়েছে।

নিজস্ব কনডেনসেট থেকে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি তেল উৎপাদন করে সিলেট গ্যাস ফিল্ড। সিলেটের দুটি প্ল্যান্টে দৈনিক সাড়ে সাত হাজার ব্যারেল কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাত করার সক্ষমতা রয়েছে। তবে গ্যাসের উৎপাদন ও কনডেনসেট উৎপাদন কমে গিয়ে এখন প্রতিদিন সাড়ে চার হাজার ব্যারেল কনডেনসেট বরাদ্দ পায় সিলেট গ্যাসফিল্ডের কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট। ইরান যুদ্ধের কারণে তেল সংকট সৃষ্টির পর পেট্রোবাংলার নির্দেশনা অনুযায়ী, হবিগঞ্জ সিআরইউতে দৈনিক অকটেন উৎপাদন ১০০ ব্যারেল বৃদ্ধি করে ৭০০ ব্যারেল উৎপাদন করা হচ্ছে এবং সপ্তাহে পাঁচদিনের পরিবর্তে সাতদিন লরিতে তেল সরবরাহ করা হচ্ছে। হবিগঞ্জে উৎপাদিত পেট্রোল-অকটেন সিলেট অঞ্চল এবং রংপুর, পার্বতীপুর ও বাঘাবাড়ি এলাকায় সরবরাহ করা হয়।

পেট্রোল-অকটেনের এত চাহিদা কেন

বর্তমানে দেশে অকটেন ও পেট্রোলের সংকটের মূল কারণ অতিরিক্ত চাহিদা। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদেরও অনেকে অবৈধ মজুত করার চেষ্টা করছে, প্রয়োজন ছাড়াও বেশি কিনছেন অনেকে। সরকার বলছে, স্বাভাবিক চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় মজুত ও তেল আমদানি করা হচ্ছে। মে মাস পর্যন্ত মজুত সব ধরনের তেলের মজুত নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতি জরুরি সংবাদ সম্মেলন করে গ্রাহকদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তেল না কেনার আহ্বান জানিয়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পাম্পে সবার হিমশিম খেতে হচ্ছে বলেও জানায় পাম্প মালিকরা। বৃহত্তর ময়মনসিংহ পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. মিজানুর

রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, মানুষ অতিরিক্ত তেল কিনে মজুত করার কারণে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়েছে। "প্রতিদিন আমি ৫-৬ হাজার লিটার তেল বিক্রি করতাম। পেট্রোল দুই হাজার লিটার আর ডিজেল তিন হাজার লিটার। এখন আমার সেই ডিমান্ড হয়ে গেছে ২০ হাজার, ৩০ হাজার লিটার। সবাই তার গাড়ির তেলের ট্যাংক ফুল করতে চাচ্ছে। আগে যেখানে দুই লিটার তিন লিটার তেল নিত, এখন ৫-১০ লিটার কিনছে। এ কারণে একটা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়েছে।"

তেলের অভাবে অনেক সময় বন্ধ থাকছে পেট্রোল পাম্প

পেট্রোল অকটেনের মজুত এবং উৎপাদন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে পেট্রোল, অকটেনের এই চাহিদা অস্বাভাবিক। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে আইইউবির উপাচার্য অধ্যাপক ম. তামিম বিবিসি বাংলাকে বলেন, বাংলাদেশে কনডেনসেটের উৎপাদনও কমেছে। "রশিদপুর, হবিগঞ্জ, বিবিয়ানা সিলেটের কয়েকটি ফিল্ড থেকে কনডেনসেট আসে। বিবিয়ানার উৎপাদন ১২০০, ১৩০০ মিলিয়ন থেকে ৮০০-৯০০ মিলিয়ন ঘনফুটে নেমে গেছে। সুতরাং আমাদের নিজস্ব সরবরাহ থেকে পেট্রোলটা মোটামুটি মেটানো যাবে। তবে অকটেন ডেফিনেটলি আমদানি করতে হবে।" "আমরা জানলাম আগামী মাসের জন্য অকটেন যা প্রয়োজন, তার দ্বিগুণ আসছে। সুতরাং গাড়ির লাইন আমরা যেটা দেখছি, এটা ডেফিনেটলি প্যানিক পারচেজ।"

সরকারের পদক্ষেপ কী

সরকার জানাচ্ছে, যে দেশে জ্বালানি তেলের যথেষ্ট মজুত রয়েছে। চাহিদা পূরণে আরো কেনা হচ্ছে। মে মাস পর্যন্ত তেলের চাহিদা পূরণ করতে বেশি দামে তেল আমদানি করা হয়েছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন জ্বালানি বিষয়ক মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ। ইরান যুদ্ধের কারণে সংকট নিরসনে পদক্ষেপ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, "বিশ্বব্যাপী প্রবলেম হয়েছে দেখেই তো আমি বেশি দাম দিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে তেল এনে স্টক করতেছি।" মে মাস পর্যন্ত চলার মতো জ্বালানি তেলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে দাবি করে তিনি বলেন, "আরো জাহাজ আসবে, আরো তেল আসবে।" সরকারি কোষাগারের ওপর চাপ পড়লেও, তেলের সরবরাহ ঠিক রাখা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, "আর সেই সাপ্লাইকে ডিসরাপ্ট করতেছে কালোবাজারিরা।" ইকবাল হাসান মাহমুদ জানান, সিরাজগঞ্জ জেলায় ফুয়েল কার্ড, রাজশাহীতে গাড়ির জোড় ও বেজোড় নম্বর অনুযায়ী আলাদা দিনে তেল সরবরাহের মতো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঢাকায় মোটরসাইকেলের জন্য কিউআর কোড চালু করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। "আমাদের তো প্রবলেম বাইক। আমরা ঢাকাতে কিউআরকোড করতেছি। আমরা প্রত্যেকটা বাইকারদের কাছে কিউআর কোড দিয়ে দেব। ওই কিউআর কোড ধরলে কী পরিমাণে তেল সে পাওয়ার কথা, পেয়ে যাবে। সারাদিনে অন্য কোনো পাম্পে গিয়ে আর তেল পাবে না।"

মন্ত্রী জানান, দেশে অভিযান পরিচালনা করে তেল অবৈধ মজুত উদ্ধার করা হচ্ছে। সব পেট্রোল পাম্পে জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয় করতে 'ট্যাগ অফিসার' নিয়োগ করা হয়েছে। "আমাদের মজুতের কোনো অসুবিধা নাই। আমাদের তেলের সাপ্লাই হচ্ছে। এখন আমার সারা বছরের যে প্ল্যানিং থাকে, কোন পাম্পে কোন তেল দেব প্রতিদিন, সেই তেল সাপ্লাই করছি। এখন ডিমান্ড হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ায়, সেই তেল যদি শেষ হয়ে যায়, সেটা তো কিছু করার নাই আমার। আমার সাপ্লাই লাইন ও ঠিক আছে।" ইকবাল হাসান মাহমুদ জানান, সরকার এই মুহূর্তে দৈনিক ১৬০ কোটি টাকা জ্বালানি তেলে ভর্তুকি দিচ্ছে। "আমরা তেলের দাম এ মাসেও বাড়ালাম না। জনগণ যদি একটু সাশ্রয়ী হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যদি তেল না কেনে, তাহলে পরে এসব ভিড়-টিড় কিছুই থাকবে না এবং সাপ্লাইও স্বাভাবিক হয়ে যাবে।" ইরান যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বের তেলের বাজারে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। আমদানি নির্ভর জ্বালানির মধ্যে বাংলাদেশের বড়ো চাহিদা হচ্ছে ডিজেল ও এলএনজির। বিশ্লেষকরা বলছেন, যুদ্ধের কারণে দাম বৃদ্ধি এবং সরবরাহ সংকটে ভবিষ্যতে ডিজেল ক্রুড অয়েল ও এলএনজি আমদানি নিশ্চিত করাটাই হতে পারে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জের। জ্বালানিমন্ত্রী বলছেন, চাহিদা অনুযায়ী ডিজেলের আমদানির ব্যবস্থাও সরকার করছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

অফিসের সময় কমিয়ে, সন্ধ্যায় দোকান-শপিংমল বন্ধ করে সাশ্রয় হবে কতটা?

বাংলাদেশ সরকার অফিসের সময় এক ঘণ্টা কমিয়ে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে কতটা জ্বালানি সাশ্রয় হতে পারে- এমন প্রশ্ন উঠেছে এখন। আলোচনায় আসছে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে দোকান-শপিংমল বন্ধের সিদ্ধান্ত। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইরান যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকেও সাশ্রয়ী বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে অফিসের সময় কমানোর পাশাপাশি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ব্যাংকের লেনদেন চলবে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত এবং চারটায় ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাবে। দোকানপাট ও শপিংমলসহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। এ সিদ্ধান্ত নিয়ে দোকান মালিকসহ ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে। দোকান মালিকসহ ব্যবসায়ীরা সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেরা আলোচনা করবেন এবং শনিবার সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সঙ্গেও তাদের বসার কথা রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে আগামী তিন মাস সরকারি ব্যয় কমানো এবং এ সময়ে কোনো নতুন যানবাহন (গাড়ি, জলযান, আকাশযান) ও কম্পিউটার

সামগ্রী না কেনার কথাও বলা হয়েছে। এছাড়া জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে সরকারি ব্যয় ৩০ শতাংশ কমানোর সিদ্ধান্তও সরকার নিয়েছে। হয়েছে। সেইসাথে, বিয়ে বা উৎসবে কোনো আলোকসজ্জা করা যাবে না বলে সরকার বলেছে।

'কিছু জ্বালানি সাশ্রয় হবে'

কর্মঘণ্টা কমিয়ে এবং দোকানপাট সন্ধ্যায় বন্ধ করে বিদ্যুৎ ব্যবহার কিছুটা কমবে। বিশেষ করে আলো, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (এসি), লিফ্‌ট ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার কমার কারণে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট নিরসনে এমন সিদ্ধান্ত যে বাংলাদেশে এই প্রথম নেওয়া হচ্ছে, বিষয়টি এমন নয়। এর আগেও একাধিকবার নানামুখী সংকটে এমন পথে হাঁটতে হয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের আমলে, ২০২২ সালের জুনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে রাত ৮টার পর থেকে দোকানপাট বন্ধের নির্দেশনা দিয়েছিল সেই সরকার। সে সময়ও প্রশ্নের মুখে পড়েছিল ওই পদক্ষেপ। অবশ্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক অধ্যাপক, জ্বালানি ও টেকসই উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ড. ইজাজ হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, কিছু জ্বালানি সাশ্রয় হবে। আমরা কখনও কখনও তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করি, তাই ফার্নেস অয়েল বাঁচবে।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাস্তবে সাশ্রয় নির্ভর করে মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের ওপর। কারণ অফিসের সময় কমলেও, বাসাবাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবহার বাড়তে পারে, আবার প্রতিষ্ঠানগুলো কম সময়ে বেশি চাপ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার নাও কমাতে পারে। কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর জ্বালানি উপদেষ্টা এম শামসুল আলম মনে করেন, "এটি যথাযথভাবে পালিত হলে স্বল্পমেয়াদে কিছুটা লাভ হবে। কিন্তু এগুলো সাধারণত সুফল আনতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে সরকারের সফলতার হার খুব বেশি না।" তার মতে, কর্মঘণ্টা কমানোর বদলে নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা গেলে তা বেশি কার্যকর হতে পারতো। "সরকার যদি প্রতিটি অফিসকে নির্দিষ্ট টার্গেট দিতো যে, প্রতিদিন বা মাসে কত ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যাবে, তাহলে সেটি অফিস ম্যানেজমেন্টের অংশ হয়ে যেতো। এখন যেটা হয়েছে, কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। ফলে বাস্তবায়ন ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে। তাই কর্মঘণ্টা কমলেও এনার্জি সাশ্রয় কমবে না। দোকানপাটের জন্যও একই বিষয় প্রযোজ্য," বলেন শামসুল আলম। তবে হোম অফিস একটি বিকল্প হতে পারে। এতে যাতায়াতের সময় বাঁচবে এবং ওই সময়ে তারা বাড়িতে বসে বেশি কাজ করার সুযোগ পাবে। আর যাতায়াত কমায় জ্বালানিও সাশ্রয় হবে। তবে এতে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠতে পারে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগ শাসনের সময় ২০২২ সালে যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, সে প্রসঙ্গ টেনে শামসুল আলম বলেন, ওই সময় সংকট নিরসনে লোডশেডিং দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ "কোন জায়গায় কত লোডশেডিং দিবে, তা পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়নি।" অর্থাৎ, ঠিকঠাক পরিকল্পনা না করে লোডশেডিং দিলে সেটিও সুফল বয়ে আনবে না। এদিকে, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড. ইজাজ হোসেন মনে করেন, সরকার এখন যা করছে, "তা হলো বিদ্যুৎ সাশ্রয়। এতে জ্বালানি সাশ্রয় হচ্ছে না। এখন দেশে মূল সংকট জ্বালানি। বিদ্যুৎ সাশ্রয় করাও ভালো। কিন্তু মনে হয় না যে, ওনারা সম্পূর্ণ বিষয় চিন্তা করে এটা করেছেন।" এ সময় তিনি আরও জানান, বাংলাদেশের ৫৭ শতাংশ বিদ্যুৎ রেসিডেন্সিয়াল সেক্টর ব্যবহার করে। আর কমার্সিয়াল সেক্টর ব্যবহার করে ১১ শতাংশ। "ওনারা (সরকার) যে সেভিংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা কমার্সিয়াল সেক্টরের সেভিংস। তারা যদি অফিস একদিন কমিয়ে দিতো, অড-ইভেন নাম্বার অনুযায়ী যদি গাড়ি বের করতো...বেটার হতো। অফিস আওয়ার এক ঘণ্টা এগিয়ে আনলেও ভালো হতো, তাহলে আমরা ডে লাইট ব্যবহার করতে পারতাম। এতে কর্মঘণ্টাও ঠিক থাকতো," যোগ করেন তিনি। "এখন আমাদের জ্বালানি তেল সাশ্রয়ের পদ্ধতি বের করতে হবে" উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারের উচিত পরিবহণ খাতের দিকে মনোযোগ দেওয়া যে, কীভাবে গাড়ি কমানো যায়।"

সরকারের সাথে বসবেন দোকান মালিকরা

অফিসের সময় কমলেও, ঠিকঠাক কর্মপরিকল্পনা করলে এটি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু দোকানপাট সন্ধ্যা ৬টায় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে খুচরা ব্যবসায়। কারণ সাধারণত বিকেল ও সন্ধ্যার সময়ই ক্রেতার চাপ বেশি থাকে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, দোকানপাট ৬টার মধ্যে বন্ধ করে দিলে তা ব্যবসায়ীদের জন্য কষ্টসাধ্য বিষয় হবে। "দিনে দোকান খুলে দিনেই বন্ধ করে দিলে আমাদের তো ক্ষতির শেষ থাকবে না।" সরকার নিজেরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের সাথে আলোচনা করে নিতে পারতো উল্লেখ করে তিনি এ-ও জানান, আগামীকাল শনিবার দুপুরে জ্বালানি মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে তাদের একটি সভা আছে। সেখানে তারা দোকান-শপিংমল বন্ধের সময় অন্তত এক ঘণ্টা বাড়ানোর অনুরোধ জানাবেন। কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ বা ক্যাবের শামসুল আলমও বলছিলেন, এই সিদ্ধান্তে ব্যবসার কিছুটা ক্ষতি হবে। "ব্যবসা কম হলে সরকারের আয়ও কমবে, কারণ তখন ভ্যাট-ট্যাক্স কমবে। ভোগব্যয় বেশি থাকলে সরকারের আয় বেশি হয়। কমলে পণ্য সরবরাহ কমে যায়, অর্থনৈতিক মন্দা নেমে আসে এবং সরকারের আয়-আয়ু সংকটে পড়ে," যোগ করেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

পাকিস্তানে জ্বালানির দাম এক লাফে ৪৩ শতাংশ বাড়লো

ইরানে চলমান যুদ্ধের ফলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায়, পাকিস্তানেও এর প্রভাব পড়েছে। রাতারাতি পেট্রোলের দাম ৪৩ শতাংশ এবং হাই-স্পিড ডিজেলের দাম ৫৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। পাকিস্তানের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারি কোষাগারে সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং চলমান যুদ্ধের কোনো নিশ্চিত সমাপ্তি না থাকায়, এই কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান তার জ্বালানি চাহিদার বড়ো একটি অংশের জন্য আমদানির ওপর নির্ভরশীল, যার বড়ো চালান আসে হরমুজ প্রণালি হয়ে। সম্প্রতি ইরান এই রুটটি কার্যত বন্ধ করে দিলেও, পাকিস্তান সরকারের দাবি, তারা ইরানের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পাকিস্তানি পতাকাবাহী জাহাজগুলোর জন্য নিরাপদ চলাচলের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পর পাকিস্তানে এটি দ্বিতীয় দফায় দাম বৃদ্ধি। সব মিলিয়ে যুদ্ধ শুরুর আগের তুলনায় দেশটিতে বর্তমানে পেট্রোল ৭৭ শতাংশ এবং ডিজেল ৮৭ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। এদিকে, সাধারণ মানুষের ওপর চাপ কমাতে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ভর্তুকিও ঘোষণা করেছে পাকিস্তান সরকার। আগামী তিন মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ২০ লিটার পেট্রোলের ওপর প্রতি লিটারে ১০০ রুপি ভর্তুকি পাবেন মোটরসাইকেল আরোহীরা। এছাড়া, আন্তঃনগর বাস ও গণপরিবহণের জন্য লিটার প্রতি ১০০ রুপি এবং যাত্রীবাহী বাস সার্ভিসের জন্য মাসে সর্বোচ্চ এক লাখ রুপি পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়া হবে। ট্রাকসহ পণ্যবাহী যানবাহনের জন্য মাসে সর্বোচ্চ ৭০ হাজার রুপি পর্যন্ত জ্বালানি ভর্তুকি বরাদ্দ করা হয়েছে। আর কৃষিখাতে ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য ফসল কাটার মৌসুমে এককালীন একর প্রতি এক হাজার ৫০০ রুপি অর্থ সহায়তা দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। এছাড়া, রেলের ভাড়া নিয়ন্ত্রণে রাখতে পাকিস্তান রেলওয়েকে বিশেষ আর্থিক সহায়তার ঘোষণাও দিয়েছে সরকার। পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব এক বিবৃতিতে বলেছেন, আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে সরকারের পক্ষে বড়ো ধরনের কোনো স্বস্তি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। যে-কোনো ছাড় বা ভর্তুকি কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এই পুরো পরিস্থিতি প্রতি সপ্তাহে পর্যালোচনা করা হবে এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হবে বলেও জানান তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ এলিনা)

ইরানের সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালানোর হুমকি ট্রাম্পের

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী এখনো "ইরানে যা অবশিষ্ট আছে, তা ধ্বংস করা শুরুই করেনি"। ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে তিনি মার্কিন সেনাবাহিনীকে "বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে শক্তিধর" বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, তারা "এবার সেতুগুলোকে, তারপর বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে" লক্ষ্যবস্তু করবে। এর আগে, তেহরানের পশ্চিমে কারাজ শহরে নির্মাণাধীন একটি সেতুতে বিমান হামলায় আটজন নিহত এবং প্রায় ১০০ জন আহত হন। ট্রাম্প আরও বলেন, "নতুন শাসন নেতৃত্ব জানে কী করতে হবে এবং তা দ্রুত করতে হবে।" তার পুরো পোস্টটি ছিল এ রকম, "আমাদের সামরিক বাহিনী, যা বিশ্বে (অনেক ব্যবধানে) সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে শক্তিশালী, এখনো ইরানে যা অবশিষ্ট আছে, তা ধ্বংস করা শুরুই করেনি। এবার সেতু, এরপর বিদ্যুৎকেন্দ্র! শাসনতন্ত্রের নতুন নেতৃত্ব জানে কী করতে হবে এবং তা করতে হবে দ্রুত! প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে. ট্রাম্প"। এই বি১ সেতু, যা হামলার সময় পর্যন্ত যান চলাচলের জন্য খোলা হয়নি, সেটিকে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম উঁচু সেতু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে সেতুটির নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে, এটি এক হাজার ৫০ মিটার দীর্ঘ এবং এতে ১৩৬টি মিটার উঁচু স্তম্ভ রয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ এলিনা)

পারস্য উপসাগরে আটকে পড়েছেন হাজারো নাবিক

ইরান ও ওমানের মধ্যবর্তী এলাকায় সংকীর্ণ জলপথ 'হরমুজ প্রণালি' দিয়ে জাহাজ চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশ্বজুড়ে তেল, গ্যাস ও সার সরবরাহে বিঘ্ন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। কিন্তু এই অচলাবস্থার কারণে ওই এলাকায় আটকে পড়া অন্তত দুই হাজার জাহাজে থাকা হাজারো নাবিকের শোচনীয় অবস্থা নিয়ে খুব কম তথ্যই জানা যাচ্ছে। চলমান সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে পারস্য উপসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে এ পর্যন্ত ২১টি হামলার খবর নিশ্চিত হওয়া গেছে। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা বা আইএমও জানিয়েছে, এসব হামলায় এখন পর্যন্ত ১০ জন নাবিক নিহত হয়েছেন এবং আরও বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। বর্তমানে উপসাগরীয় দেশগুলোর উপকূলে নোঙর করে থাকা জাহাজগুলোতে ২০ হাজারেরও বেশি নাবিক অবস্থান করছেন। আইএমও-র তথ্যমতে, এসব জাহাজে খাবার ও প্রয়োজনীয় রসদ ফুরিয়ে আসছে। দীর্ঘ সময় আটকে থাকায় নাবিকরা চরম ক্লান্তি ও তীব্র মানসিক চাপের মধ্যদিয়ে সময় পার করছেন। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থার মহাসচিব আর্সেনিও ডোমিঙ্গুয়েজ বলেছেন, "এই সংকট সমাধানে বিচ্ছিন্ন কোনো পদক্ষেপ আর যথেষ্ট নয়।" তিনি আরও বলেন, "আটকে পড়া নাবিকদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে এবং জাহাজগুলোতে জরুরি সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি 'মানবিক করিডোর' গড়ে তুলতে জরুরি কূটনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।"(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ এলিনা)

কুয়েতে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করছে যুক্তরাজ্য

কুয়েতের তেল শোধনাগারে গতরাতের ড্রোন হামলাকে 'বেপরোয়া' আখ্যা দিয়ে এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার। শুক্রবার সকালে কুয়েতের ক্রাউন প্রিন্সের সাথে এক ফোনালাপে তিনি দেশটিতে যুক্তরাজ্যের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন নিয়ে আলোচনা করেছেন। ডাউনিং স্ট্রিটের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী স্টারমার কুয়েত এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের মিত্রদের পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, "এই আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েনের লক্ষ্য হলো- কুয়েতি ও ব্রিটিশ কর্মীদের পাশাপাশি, এই অঞ্চলে আমাদের স্বার্থ রক্ষা করা। একইসাথে এটি যাতে কোনোভাবেই বড়ো ধরনের যুদ্ধে রূপ না নেয়, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।" ফোনালাপে উভয় নেতা 'হরমুজ প্রণালি' পুনরায় সচল করার বিষয়ে একমত হয়েছেন। এর আগে, গত মঙ্গলবার ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী জন হিলি ঘোষণা করেছিলেন যে, কুয়েতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে একটি 'র‍্যাপিড সেন্ট্রি' আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ইতোমধ্যে সেখানে পৌঁছেছে। মূলত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে কুয়েতের অবকাঠামো রক্ষা করতেই এই দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ডাউনিং স্ট্রিট স্পষ্ট করেছে যে, এই পদক্ষেপটি এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার একটি অংশ হিসেবে নেওয়া হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ এলিনা)

আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করছেন না ট্রাম্প

চলমান যুদ্ধকে অনেকে একটি 'স্বেচ্ছায় চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ' হিসেবে দেখছেন, যার আইনি ভিত্তি অত্যন্ত বিতর্কিত। কারণ, এই যুদ্ধ শুরুর আগে যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েলের ওপর ইরানের পক্ষ থেকে কোনো আসন্ন হুমকির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বর্তমান পরিস্থিতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভূমিকা ও রণকৌশল নিয়ে একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন বিবিসির আন্তর্জাতিক সম্পাদক জেরেমি বোয়েন। জেরেমি বোয়েন উল্লেখ করেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক ভাষা- বিশেষ করে ইরানকে 'প্রস্তর যুগে' ফিরিয়ে নেওয়ার হুমকি সরাসরি যুদ্ধাপরাধের শামিল। আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতি অনুযায়ী, যে-কোনো সামরিক অভিযানে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং হুমকির অনুপাতে শক্তি প্রয়োগ করা বাধ্যতামূলক। তেহরান ও কারাজকে সংযোগকারী সেতুতে মার্কিন হামলার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে আরও তথ্যের প্রয়োজন, তবে এটি বলা চলে যে, ট্রাম্পের নীতিতে আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা বা নিয়ম-নীতির কোনো স্থান নেই। 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতিতেই সে বিশ্বাস করে বলে মনে হয়। গত পরশু রাতে ট্রাম্পের ১৯ মিনিটের ভাষণে তার অবস্থানের দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। বোয়েনের মতে, এটি ট্রাম্পের 'কৌশলগত অনিশ্চয়তার' বহিঃপ্রকাশ। ট্রাম্প একদিকে যেমন এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজছেন, অন্যদিকে বর্তমানে কোনো কার্যকর সমঝোতা বা চুক্তির সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র যদি স্থলবাহিনী মোতায়েন করে, তবে তা উল্টো ইরানের জন্য সুবিধাজনক হতে পারে। ইরান চাইবে, যুক্তরাষ্ট্রকে একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে। কারণ, রাজনৈতিকভাবে ট্রাম্পের তুলনায় ইরান দীর্ঘমেয়াদে বেশি ক্ষয়ক্ষতি সয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ইরান ইতোমধ্যে দেখিয়েছে যে, 'অসম যুদ্ধে' দুর্বল দেশগুলোও শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। আর হরমুজ প্রণালি ইরানের হাতে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কার্যকর অস্ত্র।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ এলিনা)

যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ার সতর্কতা জাতিসংঘের

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়তে শুরু করেছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বা এফএও। সংস্থাটির মাসিক 'ফুড প্রাইস ইনডেক্স' বা খাদ্যমূল্য সূচক অনুযায়ী যা আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম পর্যবেক্ষণ করে- গত ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাসের ব্যবধানে বিশ্বজুড়ে খাদ্যের দাম দুই দশমিক চার শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সূচকটি টানা দ্বিতীয় মাসের মতো ঊর্ধ্বমুখী বলে জানিয়েছে এফএও। মূলত, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের ফলে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায়, তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে খাদ্যপণ্যের উৎপাদন ও পরিবহণ খরচে। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল সরবরাহ পথ 'হরমুজ প্রণালি' নিয়ে অস্থিরতা চলমান থাকলে সামনের দিনগুলোতে খাদ্য আমদানিকারক দেশগুলোর জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ এলিনা)

যুক্তরাষ্ট্র চাইলে 'সহজেই' হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত করতে পারে : ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্র খুব সহজেই হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত করতে পারে বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল-এ দেওয়া এক পোস্টে এই মন্তব্য করেছেন তিনি। ট্রাম্প লিখেছেন, "আরও কিছুটা সময় পেলে আমরা খুব সহজেই হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত করতে পারি। সেখানকার তেল দখল করে আমরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারি। এটি কি বিশ্বের জন্য একটি তেলের খনি হবে না?" হরমুজ প্রণালি কীভাবে পুনরায় উন্মুক্ত করা যায়, সে বিষয়ে ট্রাম্প বারবার বিভিন্ন ধরনের মত দিয়েছেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, পশ্চিমা দেশগুলোর উচিত এই গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ দিয়ে তেল সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে সামরিক শক্তি ব্যবহার করা।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ এলিনা)

নৌবাহিনী গোয়েন্দা প্রধানের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করল ইরান

নৌ-গোয়েন্দা অধিদপ্তরের প্রধান বেহনাম রেজায়ির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর বা আইআরজিসি। শুক্রবার এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে তারা। এর আগে, গত ২৬ মার্চ এক হামলায় রেজায়িকে লক্ষ্যবস্তু করার দাবি করেছিল ইসরায়েল। ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস বা আইডিএফ তখন জানিয়েছিল, "রেজায়ি আঞ্চলিক দেশগুলোর তথ্য সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।" ইরানের সংবাদমাধ্যমগুলো গত ২৭ মার্চ রেজায়ির একটি স্মরণ সভার খবর প্রকাশ করলেও, আইআরজিসি ঘটনার কয়েকদিন পর শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করল। উল্লেখ্য, গত ২৬ মার্চ ইসরায়েল আইআরজিসির নৌ-কমান্ডার আলিরেজা তাংসিরিকেও হত্যার দাবি করেছিল, যিনি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালিতে অবরোধ তদারকির দায়িত্বে ছিলেন। ইসরায়েলের সেই ঘোষণার চারদিন পর তাংসিরির মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছিল আইআরজিসি। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ এলিনা)

ইরানের ইস্পাত উৎপাদন সক্ষমতা ধ্বংসের দাবি নেতানিয়াহুর

ইসরায়েলি হামলায় ইরানের ইস্পাত উৎপাদন সক্ষমতার প্রায় ৭০ শতাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে বলে দাবি করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় নেতানিয়াহু একে একটি "বিরাট সাফল্য" হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি দাবি করেন, এর ফলে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী তাদের আর্থিক ও সামরিক সংস্থান থেকে বঞ্চিত হবে। তিনি আরও বলেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে আমার এবং আইডিএফ ও মার্কিন সামরিক বাহিনীর মধ্যে পূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা ইরানকে গুঁড়িয়ে দেওয়া অব্যাহত রাখব।" একইসঙ্গে হিজবুল্লাহর উপরও ইসরায়েলি আঘাত অব্যাহত রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ এলিনা)

এনএইচকে

জাপানের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিল্পে মাইক্রোসফটের ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ

মাইক্রোসফট জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিবেশ উন্নত করতে ২০২৯ সালের মধ্যে ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। মাইক্রোসফটের ভাইস চেয়ার ও প্রেসিডেন্ট ব্র্যাড স্মিথ শুক্রবার টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি সানায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা করেন। তাকাইচি বলেন, তিনি এই পরিকল্পনায় খুব খুশি। তিনি বলেন, "আমরা এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানাই, কারণ এটি জাপানের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়াবে, তথ্য সার্বভৌমত্বের সমস্যার সমাধান করবে এবং মানবসম্পদকে উৎসাহিত করবে।" এই ১০ বিলিয়ন ডলার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা সেন্টারগুলোর উন্নয়ন এবং বিশেষজ্ঞ তৈরিতে ব্যয় করা হবে। এই প্রযুক্তি সংস্থাটি জাপানে উপাত্ত ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি, উন্নত এআই প্রযুক্তি বিকাশের জন্য একটি পরিবেশ তৈরির পরিকল্পনা করছে। বৃহৎ জাপানি টেলিযোগাযোগ কোম্পানি সফটব্যাঙ্ক এবং ডেটা সেন্টার পরিচালক সাকুরা ইন্টারনেট, এই প্রকল্পে সহ-অংশগ্রহণকারী হবে। এনটিটি ডেটা জাপান এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নির্মাতা এনইসি-এর সাথে কাজ করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে দশ লক্ষ প্রকৌশলী ও অন্যান্য মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যও নির্ধারণ করেছে মাইক্রোসফট। এদিকে, সাইবার আক্রমণের শিকার হওয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও পৌরসভার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। মাইক্রোসফট জাপানের জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কার্যালয় এবং জাতীয় পুলিশ এজেন্সির সহযোগিতায় এই ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ জোরদার করার লক্ষ্যও নির্ধারণ করেছে। উল্লেখ্য, তীব্র বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার মাঝে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নিরাপদ দেশীয় উন্নয়ন এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে জাপান সরকার।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

একাধিক অধ্যাদেশ বাতিলে ক্ষুব্ধ, হতাশ টিআইবি

বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ও পৃথক সচিবালয় বিষয়ক দুইটি অধ্যাদেশ বাতিল এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ যাচাই-বাছাইয়ের নামে স্থগিতের সুপারিশে ক্ষুব্ধ ও হতাশ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। এক বিবৃতিতে শুক্রবার এই অধ্যাদেশ তিনটি হুবহু বিল আকারে উত্থাপনের দাবি জানিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ কমিশন ও তথ্য অধিকারবিষয়কসহ স্থগিতের সুপারিশপ্রাপ্ত বাকি অধ্যাদেশগুলোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করে অবিলম্বে আইনে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বিবৃতিতে বলেন, "অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় জারিকৃত ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে যে গুটিকয়েক ক্ষেত্রে দেশের গণতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালী করায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল, তার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ ও মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ অন্যতম। এই তিনটি অধ্যাদেশ বাতিল ও স্থগিতের মাধ্যমে সরকার আসলে কী বার্তা দিতে চায়?" তিনি বলেন, "বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনি ইশতেহারে 'বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ...বিচারব্যবস্থা সংস্কারের জন্য সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন পৃথক

সচিবালয়কে আরও শক্তিশালী করা হবে' মর্মে যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, এই কি তার নমুনা? নাকি পরিস্থিতি বিবেচনা করে জনরায়কে প্রভাবিত করার অংশ হিসেবে ক্ষমতাসীন দল 'শুধুমাত্র কথার কথা' হিসেবেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতাসংক্রান্ত অঙ্গীকার তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করেছিল! বিগত কর্তৃত্ববাদী শাসনামলে বিচার বিভাগ কতটা কলুষিত ও বিরুদ্ধ মত দমনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল, তা এত অল্প সময়ের ব্যবধানে সরকার ভুলে গেল! যা খুবই হতাশাজনক।" উল্লেখ্য, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্তবর্তী সরকারের সংস্কার উদ্যোগের অংশ হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ এবং স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। এই দুটিসহ চারটি অধ্যাদেশ বাতিল করতে (রহিত) সংসদে বিল আনার সুপারিশ করেছে জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

হাসিনার পক্ষে দেওয়া চিঠি আদালত অবমাননার শামিল : চিফ প্রসিকিউটর

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি)কে লেখা লন্ডনের আইনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কিংসলি নাপলির একটি চিঠি বুধবার সাংবাদিকদের কাছে পাঠানো হয়। ওই চিঠি আদালত অবমাননার শামিল বলে বৃহস্পতিবার ডয়চে ভেলেকে জানান আইসিটির চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, "ওই প্রতিষ্ঠানটি যা করেছে, তা আদালত অবমাননা। আমরা কোনো চিঠি পাইনি। পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা চিন্তা করতাম।" চিফ প্রসিকিউটর বলেন, "তাদের আদৌ শেখ হাসিনা নিয়োগ করেছে কি না বা অন্য কেউ নিয়োগ করেছে কি না, সেটা তো আমরা জানি না। আর আমাদের আইনে পলাতক আসামি আদালতে হাজির না হয়ে ব্যক্তিগতভাবে আইনজীবী নিয়োগ করতে পারেন না। তিনি একজন পলাতক আসামি, তিনি ল' ফার্ম নিয়োগ করতে পারেন না।" চিঠির একটি কপি এই প্রতিবেদককে পাঠিয়েছেন সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের তথ্য প্রতিমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ এ আরাফাত। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "ওই ল' ফার্মকে শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে নিযুক্ত করা হয়েছে কি না বা কারা নিযুক্ত করেছেন, এই ব্যাপারে কোনো তথ্য আমার কাছে নেই। আমার কাছে এইটুকু তথ্য আছে যে, ওই চিঠিটা তারা লিখেছে।" চিঠির বিষয়ে জানতে ডয়চে ভেলের পক্ষ থেকে কিংসলি নাপলিকে মেইল করা হলেও, কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

চিঠিতে যা আছে

কিংসলি নাপলি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে পাঠানো এক আইনি নোটিশে তার বিরুদ্ধে পরিচালিত বিচার প্রক্রিয়া ও রায়কে অবৈধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি বলে দাবি করেছে। তারা তাকে দেওয়া মৃত্যুদণ্ড বাতিলের দাবি করেছে। প্রতিষ্ঠানটি শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করে বলেছে, শেখ হাসিনাকে অনুপস্থিত অবস্থায় বিচার করে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটি আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি এবং তার ন্যায্য বিচার ও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। বিচারটি এমন এক শত্রুভাবাপন্ন রাজনৈতিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে আওয়ামী লীগ ও এর সমর্থকদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে চিঠিতে বলা হয়। ২০২৫ সালে দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা, চলমান রাজনৈতিক সহিংসতা এবং আইনজীবীদের ওপর হামলার ঘটনাও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিতে আরো বলা হয়েছে, ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব ছিল এবং রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা থাকা ব্যক্তিদের দিয়ে বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে। এতে বিচারিক স্বাধীনতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এমনকি একজন বিচারক আগেই দোষী সাব্যস্ত করার ইঙ্গিত দিয়েছেন বলেও দাবি করা হয়েছে। প্রধান প্রসিকিউটরের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ও আওয়ামী লীগবিরোধী অবস্থানকে পক্ষপাতমূলক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া প্রসিকিউশন টিমে দুর্নীতির অভিযোগও উল্লেখ করা হয়েছে। শেখ হাসিনাকে অভিযোগ, প্রমাণ বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। এটি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ফ্রিডম হাউস এবং ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আইনি প্রতিষ্ঠানটি বলছে, ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারও প্রশ্নবিদ্ধ। এটি মূলত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন অপরাধ বিচারের জন্য গঠিত হলেও পরবর্তীতে ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে, যা বেআইনি। তাদের কথা, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দেওয়া রায় বাতিল করতে হবে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাবে না, আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী পুনর্বিচার করতে হবে এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তারা ১৪ দিনের মধ্যে চিঠির জবাব চেয়েছে।

চিফ প্রসিকিউর যা বললেন

এই চিঠি নিয়ে বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম। এরপর বৃহস্পতিবার বিকালে ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "আমরা ওই ধরনের কোনো চিঠি পাইনি। সাংবাদিকরা আমাদের দেখিয়েছে। তবে ওই চিঠি আদালত অবমাননার শামিল। আমরা যদি অফিসিয়ালি চিঠি পেতাম, তাহলে এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারতাম। একজন পলাতক আসামির পক্ষে তারা তো এ ধরনের চিঠি দিতে পারে না। এছাড়া চিঠির ভিতরে যা বলা হয়েছে, তা আদালত অবমাননাকর।" "তাদের আদৌ শেখ হাসিনা নিয়োগ করেছে কি না বা অন্য কেউ নিয়োগ করেছে কি না, সেটা তো আমরা জানি না। আর আমাদের আইনে পলাতক আসামি আদালতে হাজির না হয়ে ব্যক্তিগতভাবে আইনজীবী নিয়োগ করতে পারেন না। তিনি একজন পলাতক আসামি, তিনি

ল' ফার্ম নিয়োগ করতে পারেন না। এটা ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকতে পারে। গণমাধ্যমে আলোচনায় রাখা বা ট্রাইব্যুনালের কর্মকাণ্ডকে বিতর্কিত করার চেষ্টা- এই টার্গেটে এটা করা হয়ে থাকতে পারে," বলেন তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "মামলাটি এখন আপিল পর্যায়ে আছে। শেখ হাসিনা যদি নিজে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাজির হয়ে আইনজীবী নিয়োগ করে আপিল করতে চান, তাহলে তিনি তা পারবেন। কিন্তু পলাতক থেকে তা সম্ভব নয়।"

অন্য আইনজীবীরা যা বলছেন

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, "এই চিঠির কোনো ইমপ্যাক্ট নাই। জিরো ইমপ্যাক্ট। এটা হলো একটা ফিউডাল এক্সারসাইজ। ইউকের একটা ল' ফার্মের এভাবে বাইরে থেকে কোর্টকে ডিকটেট করা বা সমালোচনা করার কোনো এখতিয়ারই নাই। এটা যদি একটা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন হতো, তাহলে জাস্টিফিকেশন থাকত। তারা বলতে পারত, এই ভুল ত্রুটি আছে। এই শর্টফলগুলো আছে, ফুলফিল করা দরকার। একটা চেম্বারের লইয়াররা কি যা খুশি পাঠাতে পারে? ধরে নিলাম, একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে। তাহলে সেটা এখন কেন? এটার তো রায় হয়ে গেছে। এরপর তো আপিল বিভাগ আছে। যিনি কনভিক্টেড, তার আইনজীবী তো সেখানে তুলে ধরতে পারবেন।" জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, "এটা আসলে একটা খবরদারি। পশ্চিমা ল' ফার্মগুলো মনে করে, তারা চাইলেই যে-কোনো কথা বলতে পারে।" "তার মানে আমি বলছিনা যে, এই মামলায় কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে না। যেহেতু আমি এই মামলার আইনজীবীও না, প্রতিপক্ষেও ছিলাম না। ফলে স্পেসিফিক কোনো তথ্য আমার কাছে নাই। ওইটা নিয়ে আমি কথাও বলতে পারবো না। আমার কথা হচ্ছে, এই ধরনের চিঠি, এই ধরনের বক্তব্যগুলো স্রেফ পাবলিসিটি স্ট্যান্ট। এর কোনো আইনগত ভিত্তি নাই। আর পলাতকের কোনো আইনগত সুরক্ষা বলতে কিছু নাই। এখন তাকে আপিল করতে হলে আদালতে হাজির হতে হবে," বলেন তিনি। এই চিঠি আদালত অবমাননা কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "ডেফিনিটলি। কেউ চাইলেই বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কোনো ব্যক্তি তো চাইলেই একটা কমেন্ট করে বসতে পারবে না। ওনারা তো অফেন্ডেড ফিল করতে পারেন। এই এখতিয়ার তো ওনাদের আছে।"

তবে সুপ্রিম কোর্টের আরেকজন আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ মনে করেন, "আদালত অবমাননা হলো, আদালতের আদেশ কেউ যদি অমান্য করে অথবা আদালত সম্পর্কে কেউ যদি কোনো মানহানিকর বক্তব্য দেয়। আমাদের সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট আছে, যে-কোনো মামলার রায় নিয়ে যে-কোনো লিগ্যাল আর্গুমেন্ট করা যাবে, যখন মামলাটা পেন্ডিং থাকবে না। শেখ হাসিনার এই মামলার তো রায় হয়ে গেছে। এটা তো আর পেন্ডিং নাই। ওই আইনজীবীরা যে কথা বলছেন, তাতো আমরাও মিডিয়ায় আলোচনা করি। তাহলে কেন আদালত অবমাননা হবে? তাদের লেখার মধ্যে আমি তো আদালত অবমাননার কিছু দেখি না।" "এর কোনো আইনগত গুরুত্ব না থাকলেও, এটা তো আলোচনায় আছে। এটা নিয়ে তো কথা হচ্ছে। কথা হবে," বলেন তিনি। মনজিল মোরসেদ বলেন, "আদালতে কেউ মামলা লড়তে গেলে তাকে আইনজীবী নিয়োগ করতে ওকালতনামায় সই করতে হয়। উনি (শেখ হাসিনা) তো আর মামলা লড়তে আইনজীবী নিয়োগ করেননি। তিনি আইনগত পরামর্শ নিতে পারেন। মামলার যে রায় হয়েছে, তা আইনজীবীদের দিয়ে বিশ্লেষণ করাতে পারেন। উনি কি বলেছেন ওনাকে ওই মামলার বিষয়ে নিয়োগ করা হয়েছে। সেটা তো করতেই পারেন। মামলা কনটেস্ট করতে তো আর নিয়োগ করা হয়নি।" "তবে চিঠিটা সুনির্দিষ্ট কাকে দেওয়া হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। ট্রাইবুন্যালকে পাঠানো হয়েছে। এখন সেটা কি বিচারককে, না প্রসিকিউটরকে। কে রিসিভ করবে? কেউই করবে না," বলেন তিনি।

চিঠিটা তারা লিখেছে : আরাফাত

অন্যদিকে সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের তথ্য প্রতিমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ এ আরাফাত বলেন, "ওই ল' ফার্মটিকে শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে নিযুক্ত করা হয়েছে কি না বা কারা নিযুক্ত করেছেন, এই ব্যাপারে কোনো তথ্য আমার কাছে নেই। আমার কাছে এইটুকু তথ্য আছে যে, ওই চিঠিটা তারা লিখেছে।" এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আইসিটিতে তাজুল সাহেবকে দিয়ে জামাতীকরণ করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীরা প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢুকে এটা পুনর্গঠন করল। এটা তো পলিটিক্যালি মোটিভেটেড। তিনি (শেখ হাসিনা) কার কাছে বিচার চাইবেন, কার কাছে আপিল করবেন, এটা রাজনৈতিকভাবেই দেখা হবে। এখানে তো বৈধ কিছুই হয়নি।" ওই ল' ফার্মের চিঠিতে শেখ হাসিনাকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলা হয়েছে। আর আওয়ামী লীগ তাকে এখনো প্রধানমন্ত্রী মনে করে। এর ব্যাখ্যা কী জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আসলে তারা তো ওই আইসিটি ট্রাইব্যুনালের বিচার নিয়ে কথা বলেছে। ভুল-ত্রুটি তুলে ধরছে। ট্রাইবুন্যাল শেখ হাসিনাকে যেভাবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেছে, তারাও সেভাবে বলেছে।" আদালতে হাজির না হয়ে আইনজীবী নিয়োগ করা যায় না- এই প্রশ্নের জবাব তিনি বলেন, "তাহলে তারেক রহমানের (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) মামলায় কীভাবে আইনজীবী নিয়োগ করা হলো? তিনি তো তখন দেশে ছিলেন না।" এর জবাবে তারেক রহমানের সেই সময়ের আইনজীবী এবং আইসিটির চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম বলেন, "তারেক রহমান সাহেবের স্ত্রীও ওই মামলায় আসামি ছিলেন। তিনি হাজির হয়ে প্রতিকার চেয়েছেন এবং তাতে পুরো মামলায়ই একই আদেশ হয়েছে। ফলে তারেক রহমানও অব্যাহতি পেয়েছেন। এখন শেখ হাসিনার মামলায় অন্য কোনো দণ্ডপ্রাপ্ত যদি হাজির হয়ে প্রতিকার চান, আর আদালত যদি সবার ব্যাপারে একই আদেশ দেন, তার সুবিধা শেখ হাসিনা পাবেন।"

এদিকে, ডয়চে ভেলের পক্ষ থেকে লন্ডনের ল' ফার্ম কিংসলি নাপলিকে মেইলে পাঁচটি প্রশ্ন করা হলেও, তারা কোনো জবাব দেয়নি। প্রশ্নগুলো হলো : ১. তাদের সরাসরি শেখ হাসিনা বা তার হয়ে কেউ নিয়োগ দিয়েছে কি না? ২. এ সংক্রান্ত কোনো ডকুমেন্ট তাদের আছে কি না? ৩. বাংলাদেশের আইনে পলাতক অবস্থায় আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া যায় না, তাহলে তারা কীভাবে নিয়োগ পেল? ৪. তারা কি বাংলাদেশে এসে শেখ হাসিনার পক্ষে আইনি লড়াই চালাতে চান? ৫. আইসিটির চিফ প্রসিকিউটর তাদের চিঠিকে আদালত অবমাননা বলেছেন। তারা বিষয়টি কীভাবে দেখে? ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালেই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় প্রথম মামলা হয়। ২০২৪ সালের ১৭ অক্টোবর পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালে প্রথম বিচার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিনই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এ মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে ট্রাইব্যুনাল। শেখ হাসিনাকে পলাতক দেখিয়ে আদালত বিচারকাজ শেষ করে। তার পক্ষে রাষ্ট্র নিযুক্ত আইনজীবী ছিল। ২০২৫ সালের ১৭ নভেম্বরে শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেন বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। রায়ে শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আর সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। তিনি রাজসাক্ষী হওয়ায় মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পান। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ,: ০৩.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

পুলিশ খোঁজ পায় না, অথচ আদালতে গিয়ে জামিন পায় অভিযুক্তরা

বিদেশে পলাতক 'সন্ত্রাসী' সাজ্জাদ আলী ওরফে বড়ো সাজ্জাদের অন্যতম সহযোগী মোবারক হোসেন ওরফে ইমন ও অন্যজন বোরহান উদ্দিন। নির্মাণাধীন ভবনের মালিক ও ব্যবসায়ীদের কাছে চাঁদা দাবি, চাঁদা না পেয়ে গুলি, প্রকাশ্যে রাস্তায় গুলি করে হত্যা- এমন নানা ঘটনায় তাদের নাম এসেছে। চট্টগ্রাম নগর পুলিশ তাদের হন্যে হয়ে খুঁজছে। পুলিশ খুঁজে না পেলেও, উচ্চ আদালতে হাজির হয়ে তারা জামিন পেয়েছে। চট্টগ্রামের আলোচিত জোড়া খুনের মামলায় দুই 'সন্ত্রাসী' গত ১ ফেব্রুয়ারি ছয় সপ্তাহের জন্য জামিন পান। আদেশটি গত ২৯ মার্চ বাকলিয়া থানায় আসার পর জামিনের বিষয়ে জানতে পারে পুলিশ। দুই 'সন্ত্রাসীর' জামিন পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন নগর পুলিশের উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) হোসাইন মোহাম্মদ কবির ভুঁইয়া। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশ তাদের খুঁজছে। এরই মধ্যে তারা জামিন পেয়েছেন জোড়া খুনের মামলায়। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রাষ্ট্রপক্ষকে জানানো হচ্ছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

জ্বালানি সংকট; একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকারের

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধের ফলে যে জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি-বেসরকারি অফিসের সময় একঘণ্টা কম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ব্যাংকও বন্ধ হবে ৪টার সময়। অফিসের সময় এক ঘণ্টা কমিয়ে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত করা হয়েছে। বর্তমানে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অফিস চলে। আর ব্যাংকে লেনদেন চলবে সকাল ৯টা থেকে ৩টা পর্যন্ত এবং ব্যাংক বন্ধ হবে বিকেল ৪টার মধ্যে। দেশের সব দোকানপাট ও শপিংমল সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে বন্ধ হবে, যা শুক্রবার থেকেই কার্যকর হবে। বৃহস্পতিবার রাতে মন্ত্রিসভার বৈঠকে জ্বালানি সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত হয়। এর আগে, দেশের সব দোকানপাট ও শপিংমল রাত ৮টার মধ্যে বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছিল বাংলাদেশ দোকান মালিক ব্যবসায়ী সমিতি। সরকার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে তা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে হোটেল, ফার্মেসি এবং জরুরি প্রয়োজনীয় সেবা- দোকান, কাঁচাবাজার এর বাইরে থাকবে। বৈঠকে আগামী তিন মাস সরকারের খরচ কমাতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই সময়ে নতুন কোনো যানবাহন (গাড়ি, জলযান বা আকাশযান) এবং কম্পিউটারসামগ্রী কেনা হবে না। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ৫০ শতাংশ কমানো হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সরকারি অর্থায়নে সব ধরনের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বন্ধ থাকবে। সভা-সেমিনারের আপ্যায়ন ব্যয় ৫০ শতাংশ কমানো হয়েছে। জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে সরকারের ব্যয় ৩০ শতাংশ কমানো হয়েছে। এ ছাড়া ভ্রমণ ব্যয়ও কমাতে বলা হয়েছে। তা ৩০ শতাংশ কমানো হয়েছে। বিয়ে বা উৎসবে কোনো আলোকসজ্জা করা যাবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আগামী রোববার থেকে স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত আলাদা নির্দেশনা দেওয়া শুরু করবে। তবে শিক্ষা কার্যক্রম যেন ব্যাহত না হয়, তা বিবেচনায় রাখা হবে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

৫৬ জেলায় হাম ছড়িয়েছে, উদ্‌বিগ্ন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, বাংলাদেশে গত দুই বছরে শিশুদের নিয়মিত টিকাদানের ক্ষেত্রে যে 'ইমিউনিটি গ্যাপ' বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ঘাটতি তৈরি হয়েছে, হামের বর্তমান প্রাদুর্ভাবের সেটাই প্রাথমিক কারণ। দেশের ৫৬ জেলায় হাম ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঢাকা কার্যালয় লিখিতভাবে ডিডাব্লিউর কনটেন্ট পার্টনার প্রথম আলোকে এই তথ্য জানিয়েছে। প্রথম আলো হাম পরিস্থিতি বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের কাছে থাকা সর্বশেষ তথ্য জানিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, হামে আক্রান্ত শিশুদের ৬৯ শতাংশের বয়স ২ বছরের নিচে, ৩৪ শতাংশের বয়স ৯ মাসের কম। বাংলাদেশের হাম পরিস্থিতি নিয়ে তারা খুবই উদ্‌বিগ্ন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

হরমুজ প্রণালি খোলার প্রস্তাবে ভোট নিরাপত্তা পরিষদে

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে হরমুজ প্রণালি দিয়ে নিরাপদে জাহাজ চলাচল করার প্রস্তাব এনেছে বাহরাইন। নিরাপত্তা পরিষদে এই বিষয়ে ভোটাভুটি হবে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, জাহাজ চলাচল শুরু করতে কোনো আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছে উপসাগরীয় ছয়টি দেশ এবং জর্ডান। তবে সংবাদসংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, প্রস্তাবের প্রাথমিক খসড়ায় যা ছিল, তার থেকে অনেকটাই তরলীকরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক খসড়ায় বলা হয়েছিল, হরমুজে জাহাজ চলাচলের জন্য অনুমোদিত দেশগুলি 'প্রয়োজনীয়' ব্যবস্থা নিতে পারবে। জাতিসংঘের ভাষায় এই 'প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার' আওতায় সামরিক পদক্ষেপও পড়ে। নতুন খসড়ায় বলা হয়েছে, হরমুজ প্রণালি এবং তার পার্শ্ববর্তী জলে জাহাজ চালনার জন্য এবং ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই প্রণালি দিয়ে আগামী ছয় মাসের জন্য যাতায়াত নিশ্চিত করতে সমস্ত রকম 'রক্ষণাত্মক' এবং 'পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ' ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য মোট ১৫টি দেশ। এর মধ্যে স্থায়ী সদস্য যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, চীন, ফ্রান্স এবং রাশিয়া। এই স্থায়ী সদস্যরা প্রয়োজনে নিজেদের স্বার্থে বা মিত্র দেশের স্বার্থে যে-কোনো প্রস্তাবে ভেটো দিতে পারে। প্রস্তাবের প্রাথমিক খসড়ায় তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল চীন এবং রাশিয়া।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

কোনো পক্ষ বেছে নিতে বাংলাদেশকে চাপ দেয় না যুক্তরাষ্ট্র

দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর বলেছেন, বর্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের সম্পর্ক আগের যে-কোনো সময়ের তুলনায় বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, নিরাপত্তা, বাণিজ্য, সুশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং অভিন্ন মূল্যবোধ দুই দেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ বেছে নিতে বাংলাদেশকে চাপ দেয় না। যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) সন্ধ্যায় দূতাবাস প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিভাগ তাদের ভেরিফায়েড এক্স অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে পল কাপুরের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার বিষয়টি জানানো হয়। ওই পোস্টে পল কাপুরের বক্তব্য রয়েছে। দূতাবাস সূত্রে জানা গেছে, বক্তব্যে তিনি ভবিষ্যতে দুই দেশের সম্পর্ক আরও বিস্তৃত হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে, ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্বালানি, কৃষিপণ্য এবং নিরাপত্তা খাতে সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। বক্তব্যে সরাসরি চীনের নাম উল্লেখ না করলেও, বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন তিনি। এ বিষয়ে পল কাপুর বলেন, যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ বেছে নিতে বাংলাদেশকে চাপ দেয় না বরং উন্নত প্রযুক্তি ও সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়, যা বাংলাদেশ তার নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

হাজারীবাগে ঢাবি শিক্ষার্থীর মৃত্যু, মুখে ‘বিষাক্ত দ্রব্য’

রাজধানীর হাজারীবাগের একটি বাসা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার মুখ থেকে বিষাক্ত দ্রব্যের গন্ধ বের হচ্ছিল বলে জানিয়েছেন স্বজনরা। বৃহস্পতিবার রাত দেড়টায় অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ওই শিক্ষার্থীর নাম সাইদুল আমিন ওরফে সীমান্ত (২৫)। তিনি ঢাবির রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। সাইদুল হাজারীবাগের মনেশ্বর রোডের পাঁচতলা একটি বাড়ির নিচতলায় মেসে থাকতেন। সীমান্তের চাচা রুহুল আমিন বলেন, হাজারীবাগের একটি বাসায় সাবলেট থাকতেন সীমান্ত। তার রুমমেট জানান, রাত ৯টার পর সীমান্ত তার রুমের দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন। বেশ কিছু সময় পেরিয়ে গেলেও, তার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে বিষয়টি বাড়ির মালিককে জানানো হয়। পরে বাসার মালিক দরজা ভেঙে সীমান্তকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

টানা ৮ মাস ধরে সুখবর নেই রপ্তানি আয়ে

দেশের পণ্য রপ্তানি টানা অষ্টম মাসের মতো নিম্নমুখী ধারায় রয়েছে। মার্চে রপ্তানি আয় ১৮ দশমিক ০৭ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলারে, যা আগের বছরের একই মাসে ছিল ৪ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, চলতি অর্থবছর ২০২৫-২৬ এর জুলাই থেকে মার্চ সময়ে মোট রপ্তানি আয় ৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ কমে ৩৫ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে, যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে এই আয় ছিল ৩৭ দশমিক ১৯ বিলিয়ন ডলার। এ নিয়ে টানা আট মাস রপ্তানি আয় নিম্নমুখী। এদিকে দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক শিল্পেও নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। এই খাতে রপ্তানি আয় ৫ দশমিক ৫১ শতাংশ কমে ২৮ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা গত বছর একই সময়ে ছিল ৩০ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলার। প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক, যা জাতীয় রপ্তানি আয়ে ৮৪ শতাংশ অবদান রাখে, এর শিপমেন্ট কমে যাওয়াই এই পতনের মূল কারণ বলে মন্তব্য করেছেন রপ্তানিকারক ও বিশেষজ্ঞরা। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যে দেখা গেছে, ২০২৫-২৬

অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে মোট রপ্তানি আয় ৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৩৫ দশমিক ৩৯ বিলিয়ন ডলারে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৩৭ দশমিক ১৯ বিলিয়ন ডলার।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

মেহেরপুরে সাড়ে ৪ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ

মেহেরপুরের গাংনীতে জ্বালানি তেল নামানোর সময় লরি বোঝাই সাড়ে চার হাজার লিটার ডিজেল জব্দ করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে উপজেলার সাহেবনগর বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি লরি খুলনা ডিপো থেকে ডিজেল নিয়ে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার গোয়াল গ্রামে যাওয়ার কথা ছিল। তবে নির্ধারিত গন্তব্যে না গিয়ে লরিটি গাংনীর সাহেবনগর বাজারে গিয়ে থামে। সেখানকার রিপন নামের এক সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ীর দোকানে অবৈধভাবে তেল নামানো হচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে অভিযান চালায়। এ সময় সংশ্লিষ্টদের কাছে তেলের বৈধ কাগজপত্র চাইলে তারা তা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়। পরে ঘটনাস্থল থেকে তেল বোঝাই লরিটি জব্দ করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি কিনতে সুদমুক্ত ঋণ দেওয়া বন্ধ

সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি কেনার জন্য দেওয়া সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা বন্ধ করেছে সরকার। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার চতুর্থ বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার দুপুরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়। প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২০ অনুযায়ী উপ-সচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তারা সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণ নিয়ে গাড়ি ক্রয়ের সুযোগ পেতেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

এখন থেকে গাড়িতে ৩০% জ্বালানি কম নেবেন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা

সরকারের পরিচালন ব্যয় কমাতে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা তাদের সরকারি কার্যক্রমে গাড়ির জন্য মাসিক বরাদ্দ করা জ্বালানির ৩০ শতাংশ কম নেবেন। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার চতুর্থ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে এ বৈঠক হয়। শুক্রবার দুপুরে মন্ত্রিসভা বৈঠকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়েছে, সরকারি খাতে গাড়ি, জলযান, আকাশযান এবং কম্পিউটার ক্রয় শতভাগ কমাতে হবে। এতে আরও বলা হয়, সরকারি গাড়িতে মাসিক ভিত্তিতে বরাদ্দ করা জ্বালানির ব্যবহার ৩০ শতাংশ কমাতে হবে। সরকারি কার্যালয়ে জ্বালানি/বিদ্যুৎ/গ্যাস ব্যবহার ৩০ শতাংশ কমাতে হবে। আবাসিক ভবন শোভাবর্ধন ব্যয় ২০ শতাংশ এবং অনাবাসিক ভবন শোভাবর্ধন ব্যয় ৫০ শতাংশ কমাতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

দেশে তেলের কোনো সংকট নেই : স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেছেন, দেশে কোনো ধরনের তেলের সংকট নেই। সরকার আগাম তিন মাসের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। তেলের আমদানি ও সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রয়েছে। এছাড়া, জ্বালানি সাশ্রয়ে নতুন কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে, সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে বাজার বন্ধ রাখা এবং মন্ত্রী ও সচিবদের ব্যয় ৩০ শতাংশ কমিয়ে আনা। শুক্রবার সকালে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার মাহমুদুল হাসান চাঁদবাজার পরিদর্শনের সময় তিনি এসব কথা বলেন। মীর শাহে আলম বলেন, গত ১৭ বছর ধরে শুধু উন্নয়নের বুলি শোনা গেছে, বাস্তবে কোনো দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়নি। মাঠপর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে এখন সেই বাস্তব চিত্র পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

সিঙ্গাপুর থেকে এলো ২৭ হাজার টন ডিজেল, খালাস হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরে

চট্টগ্রাম বন্দরে সিঙ্গাপুর থেকে ২৭ হাজার ৩০০ টন ডিজেলের একটি চালান এসেছে। বর্তমানে পদ্মা অয়েল কোম্পানির জেটিতে তা খালাস করা হচ্ছে। শুক্রবার দুপুর ২টার দিকে 'ইউয়ান জিং হে' নামের তেলবাহী জাহাজটি ডলফিন জেটি-৬-এ বার্থিং করে। বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন পদ্মা অয়েলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মফিজুর রহমান। তিনি জানান, আজ রাতে মালয়েশিয়া থেকে ৩৪ হাজার টন ডিজেল নিয়ে আরও একটি জাহাজ ভিড়বে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব সৈয়দ রেফায়েত হামিম জাগো নিউজকে বলেন, 'ইউয়ান জিং হে' নামের জাহাজটি শুক্রবার ভোরে বহির্নোঙরে এসে পৌঁছে। এটি বর্তমানে ডলফিন জেটিতে বার্থিং করেছে। তাছাড়া, রাতে 'শান গ্যাং ফা জিয়ান' নামের আরও একটি জাহাজ জ্বালানি তেল নিয়ে বন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এলএনজি নিয়ে আরেক একটি জাহাজ শনিবার আসার কথা রয়েছে বলেও জানান সৈয়দ রেফায়েত হামিম।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

প্রতিদিন ৩১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনা ও যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সমন্বিত কর্মকৌশল নিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ। এ কর্মকৌশলের আওতায় প্রতিদিন প্রায় তিন হাজার ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার চতুর্থ বৈঠকে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার দুপুরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, বৈঠকে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনা ও যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিদ্যমান সংঘাতে জ্বালানি তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সার খাতে প্রভাবৎ, পরিস্থিতি মোকাবিলায় গৃহীত কর্মকৌশল, অর্থায়ন কৌশল সম্বলিত অর্থ বিভাগের প্রণীত কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিদ্যমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট নিরসনে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রণীত সমন্বিত কর্মকৌশলে প্রতিদিন প্রায় ৩ হাজার ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান, সারের উৎপাদন, মজুত ও সুষ্ঠু বিতরণ নিশ্চিতকরণ, শিল্প উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার স্বার্থে শিল্পখাতে প্রয়োজনীয় জ্বালানির জোগান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অব্যাহত রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

চুয়াডাঙ্গায় মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস

চুয়াডাঙ্গায় আজ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে মৌসুমের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, চুয়াডাঙ্গায় তাপমাত্রা ৩৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। এটি মাঝারি মানের তাপপ্রবাহ। এতে করে এলাকা জুড়ে তীব্র গরমের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শুক্রবার বিকেলে জাগো নিউজকে এমন তথ্য জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ একেএম নাজমুল হক। তিনি বলেন, রাজশাহী, খুলনা বিভাগসহ আরও ৯টি জেলায় তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগের ৫টি জেলাও রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

সিরাজগঞ্জে চাকা ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারায় যাত্রীবাহী বাস, নিহত ৩

যমুনা সেতু পশ্চিম সংযোগ সড়কে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালকসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এতে অন্তত আরও ১২-১৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। শুক্রবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কের সিরাজগঞ্জ নলকা নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- বগুড়া জেলার শাজাহানপুর থানার গোহাইল গ্রামের আয়েছ উদ্দিনের ছেলে বাস চালক জাহাঙ্গীর আলম, নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার শ্রীরামপুর রাকিবুল ইসলাম রকেট ও সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার সমেশপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের স্ত্রী রাখী বেগম। যমুনা সেতু পশ্চিম থানার উপ-পরিদর্শক বীথি খাতুন জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ঢাকাগামী 'বুশরা পরিবহণের' একটি যাত্রীবাহী বাস ঘটনাস্থলে পৌঁছালে হঠাৎ চাকা ফেটে যায়। এতে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে রোড ডিভাইডার ও ওভার ব্রিজের সঙ্গে জোরে ধাক্কা খেয়ে আটকে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই বাসের চালকসহ দু-জনের মৃত্যু হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

টাঙ্গাইলে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু

টাঙ্গাইলে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকালে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটির মৃত্যু হয়। এ নিয়ে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ২ জনের মৃত্যু হলো। নিহত শিশুর নাম সাফা, বয়স এক বছর এক মাস। হাসপাতাল সূত্র জানা যায়, গত ২২ মার্চ সাফা হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়। পরে শুক্রবার ভোরে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় শুক্রবার সকাল পর্যন্ত টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ৮ জন শিশু ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ২৩ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

৬টার পরও খোলা মিরপুরের বিপণিবিতান, নির্দেশনা বাস্তবায়নে গড়িমসি

জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে বিপণিবিতান বন্ধ রাখার সরকারি নির্দেশনা থাকলেও, রাজধানীর মিরপুর-১২ নম্বর এলাকায় তা বাস্তবায়নে গড়িমসি দেখা গেছে। শুক্রবার সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়, নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পরও অধিকাংশ দোকানপাট খোলা রয়েছে, বন্ধ রয়েছে হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাবে উদ্ভূত জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সরকার সম্প্রতি একগুচ্ছ কৃচ্ছ্র সাধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সরকারি-বেসরকারি অফিস সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত পরিচালিত হবে এবং সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সব ধরনের বিপণিবিতান ও মার্কেট বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে বাস্তব চিত্র ভিন্ন। আজ শুক্রবার মিরপুর-১২ নম্বরের রমজাননেছা সুপার মার্কেটের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় জুতা ও পোশাকের বেশ কয়েকটি দোকান সন্ধ্যার পরও খোলা দেখা যায়। মোল্লা সুপার মার্কেট ও হাজী কুজরত আলী মার্কেটেও একই চিত্র দেখা গেছে।

কুজরত আলী সুপার মার্কেটের নিচতলায় সামিরা ক্রোকারিজের মালিক আমিনুল ইসলাম বলেন, আমরা ৬টায় বন্ধ করবো। ৬টায় বন্ধের নির্দেশনা পেয়েছি। তবে ৬টার পরও দোকানটি খোলা ছিল।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

ঢাকায় পৌঁছেছে যুদ্ধে নিহত বাহরাইন প্রবাসী তারেকের মরদেহ

বাহরাইনে ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ পড়ে নিহত বাংলাদেশি এস এম তারেকের মরদেহ ঢাকায় পৌঁছেছে। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা ৪৭ মিনিটে গালফ এয়ারের জিএফ-২২৫০ ফ্লাইটে তার মরদেহ ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায়। বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এবং প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক মরদেহ গ্রহণ করেন। এ সময় মৃতের আত্মীয় রিয়াজউদ্দীন উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

সরকারি নির্দেশনার তোয়াক্কা নেই, নিউমার্কেটে রাত সাড়ে ৮টায়ও দোকান খোলা

জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সরকার নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে বিপণিবিতান বন্ধ রাখার নির্দেশনা থাকলেও, রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় তার বাস্তবায়ন নেই বললেই চলে। নির্ধারিত সময় অতিক্রমের পরও অধিকাংশ দোকান খোলা রেখে ব্যবসা চালিয়ে যেতে দেখা গেছে ব্যবসায়ীদের। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সরেজমিনে নিউমার্কেট এলাকায় এমন চিত্র দেখা গেছে। সরেজমিনে দেখা যায়, অধিকাংশ দোকানই খোলা রয়েছে। ক্রেতাদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে পোশাক, জুতা ও কসমেটিকসের দোকানগুলোতে কেনা-বেচা স্বাভাবিকভাবেই চলতে দেখা গেছে। এতে করে সরকারি নির্দেশনার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ সময় কিছু দোকান বন্ধ থাকলেও, সংখ্যায় তা ছিল হাতে গোনা। অনেক ব্যবসায়ী জানান, ঈদ-পরবর্তী সময়েও বিক্রি ধরে রাখতে তারা দোকান খোলা রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

খিলগাঁওয়ে সন্তানকে গলা কেটে হত্যা পর মায়ের আত্মহত্যা

রাজধানীর খিলগাঁও তিলপাপাড়া এলাকার একটি বাসায় সন্তানকে হত্যার পর মা আত্মহত্যা করেছেন। নিহতরা হলেন- মা নার্গিস আক্তার (৩৫) ও ছেলে মাহিম (০৫)। শুক্রবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। খিলগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক রফিকুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে বিকেলে খিলগাঁও তিলপাপাড়ার বাসায় যাই। সেখানে মা ও ছেলের মরদেহ উদ্ধার করি। আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়না তদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, স্বামীর সঙ্গে পারিবারিক কলহের জেরে ৫ বছরের শিশু সন্তানকে হত্যার পরে নিজেও আত্মহত্যা করেছেন। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান। নিহতের স্বামী একজন সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালক।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

সন্ধ্যা ৬টায় দোকান বন্ধ নিয়ে ব্যবসায়ীদের অসন্তোষ, সময় বাড়ানোর দাবি

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সন্ধ্যা ৬টার পর সব ধরনের দোকান, বিপণিবিতান ও মার্কেট বন্ধ রাখার নির্দেশে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা। তাদের মতে, ৬টায় দোকান বন্ধ করলে বিক্রিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং এটি সার্বিক অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করবে। তাই সরকারের কাছে দোকান খোলা রাখার সময় আরও কিছুটা বাড়ানোর আহ্বান জানাবেন তারা। এদিকে, শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায়, সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে সন্ধ্যা ৬টার পরও একাধিক বিপণিবিতান ও মার্কেট খোলা ছিল। তালতলা ও মৌচাক মার্কেটসহ মিরপুরের বিভিন্ন মার্কেটে বেচাকেনা স্বাভাবিকভাবে চলছিল। অন্যদিকে, এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তুতি চলছে দোকান মালিকদের দুই সংগঠনের। বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, "আমরা সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে চলার চেষ্টা করছি। তবে শনিবার (৪ এপ্রিল) সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বসবো, জানতে চাইবো এভাবে দোকান বন্ধ রাখলে প্রকৃতপক্ষে কতটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। পাশাপাশি, প্রতিবার কেন এ ধরনের সিদ্ধান্ত শুধু আমাদের ওপরই আসে, সেটাও জানতে চাই।" আরেক সংগঠন দোকান মালিক ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি নাজমুল হাসান মাহমুদ বলেন, "আমরা সরকারের সিদ্ধান্ত মানতে চাই, কারণ দেশকে ভালোবাসি। বর্তমান পরিস্থিতি বৈশ্বিক, এটা আমরা বুঝি।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

হামের উপসর্গ নিয়ে ১৯ দিনে ৯৪ জনের মৃত্যু : স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

দেশে হামের প্রাদুর্ভাব অব্যাহত রয়েছে। গত ১৯ দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে হামের উপসর্গ নিয়ে ৯৪ শিশুর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া, গত ২৪ ঘণ্টায় সন্দেহজনক হাম রোগে আরও তিনজন মারা গেছেন। শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হাম পরিস্থিতি নিয়ে এ তথ্য জানায়। সংস্থাটি জানায়, গত ১৫ মার্চ থেকে এসব তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, দেশে হামে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৫ হাজার ৭৯২ জনে দাঁড়িয়েছে। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় সন্দেহজনকভাবে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৯৪৭ জন, যার মধ্যে ৪২ জনের হামে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া, গত ১৫ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন হাসপাতালে সন্দেহজনক হাম রোগে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৩ হাজার ৭৭৬ জন। তাদের মধ্যে ৭৭১ জনের ক্ষেত্রে হামে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

BBC

MYANMAR'S COUP LEADER WHO SET OFF A BRUTAL CIVIL WAR BECOMES PRESIDENT

Just seven days after he made the fateful decision to launch his coup against the elected government of Aung San Suu Kyi on 1 February 2021, General Min Aung Hlaing made a promise; to hold elections, and return to civilian rule, within a year. It has taken him five years to fulfil that promise. Today, the newly-elected parliament chose him to be the next president. Min Aung Hlaing has already stepped down as armed forces commander, as required by the constitution before he can take the post of president. But this is civilian rule in name only. The parliament, sitting for the first time since the coup, is filled with his loyalists. With the armed forces guaranteed one quarter of the seats, and the military's own party, the USDP, winning nearly 80% of the remaining seats in an election which was tilted heavily in its favour, this was a preordained outcome. More of a coronation, than an election.
(BBC Web page : 03.04.2026 Ali Ahmed)

FRANCE'S MUSLIM GATHERING BAN OVERTURNED BY COURTS

A major gathering of Muslims in northern Paris is going ahead as planned after a French court overturned a government bid to ban it. The Paris police department argued that the four-day Annual Encounter of Muslims of France was a security threat because it could be a target of terrorism. But the organisers – the Muslims of France (MF) association – sought an emergency injunction to let the event go ahead, arguing that a ban would be a breach of basic liberties. The administrative court agreed and overturned the government decree, just two hours before the planned 14:00 (13:00 BST) opening. The court said in its ruling that elements provided by police "did not establish the risk of counter-demonstrations, or that the gathering would be targeted by far-right groups". It also dismissed the argument that the event would pose an unacceptable strain on police resources, noting that the organisers had themselves assured extra security.(BBC Web page : 03.04.2026 Ali Ahmed)

INTERNATIONAL LAW EXPERTS ALLEGE VIOLATIONS IN IRAN WAR

More than 100 experts on international law have signed an open letter expressing "profound concern" about what they see as serious violations of international law by the US, Israel and Iran in the Middle East war. They say the US-Israeli decision to attack on Iran was a clear breach of the United Nations Charter, which prohibits the use of force outside of self-defence or when authorised by the UN Security Council. The experts point to "alarming rhetoric" being used by officials, including US President Donald Trump's threats to "obliterate" Iran's power plants. In response, the White House said Trump was making the entire region safer and dismissed what it described as "so-called experts".
(BBC Web page : 03.04.2026 Ali Ahmed)

'THIS HAS GOT ME WORRIED': IRANIANS FEAR WHAT COMES NEXT AFTER US STRIKE ON KARAJ BRIDGE

US President Donald Trump has warned Iran that there will be strikes on its bridges and electric power plants if its leaders do not agree to his terms to end the war. It came after Iranian media said eight people were killed and almost 100 injured when a bridge under construction in the city of Karaj, west of Tehran, was bombed on Thursday. Many people had been picnicking near the B1 suspension bridge for the 13th day of the Nowruz holidays when it was targeted twice by US warplanes. "Our Military, the greatest and most powerful (by far!) anywhere in the World, hasn't even started destroying what's left in Iran," Trump wrote on Truth Social. "New Regime leadership knows what has to be done, and has to be done, FAST!" However, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said on his X account that "striking civilian structures, including unfinished bridges, will not compel Iranians to surrender". He declared that the strike on the bridge "only conveys the defeat and moral collapse of an enemy in disarray", and that "damage to America's standing" would "never recover". (BBC Web page : 03.04.2026 Ali Ahmed)

TRUMP REMOVES US ATTORNEY GENERAL PAM BONDI

US President Donald Trump has removed Attorney General Pam Bondi - a longtime ally and fierce defender of his administration - from her post as America's top law enforcement officer. Trump praised her in a post on Truth Social and said she would be "transitioning" to a role in the private sector. Bondi's time leading the justice department was often

overshadowed by its handling of the release of files relating to Jeffrey Epstein and its investigation into the convicted sex offender. She is the second Trump administration official in recent weeks to be cut from her post, after Kristi Noem was ousted as homeland security chief in March. Bondi will be replaced by her former deputy, Todd Blanche. Blanche denied US media reports that Bondi's handling of the Epstein files had been a factor in Trump's thinking. "As President Trump said today, the attorney general made our country safe again, and she is a friend and did a great job in the first year of this administration," he told Fox News on Thursday evening.(BBC Web page : 03.04.2026 Ali Ahmed)

HEGSETH ASKS US ARMY'S TOP GENERAL TO STEP DOWN

US Defence Secretary Pete Hegseth has asked Army Chief of Staff Randy George to step down from his post, according to CBS News, the BBC's US partner. Chief Pentagon spokesman Sean Parnell said in a statement on social media that George "will be retiring from his position as the 41st chief of staff of the army effective immediately". The US Army chief normally serves a four-year term. George, a career military officer who graduated from the West Point military academy, was nominated for the role in 2023 by former President Joe Biden. The latest shake-up comes after Trump said in an address to the nation that the US-Israel war with Iran was expected to conclude "very shortly". George served as an infantry officer in the first Gulf War and in recent conflicts in Iraq and Afghanistan. It was not immediately clear why he was being asked to leave.

(BBC Web page : 03.04.2026 Ali Ahmed)

CUBA TO RELEASE MORE THAN 2,000 PRISONERS AS US PRESSURE MOUNTS

Cuba will free 2,010 prisoners as part of a "humanitarian and sovereign gesture", its government announced on Thursday, as it faces continued political pressure from the US. Those freed will include foreign nationals, young people, women and those aged over 60, a statement from the Cuban embassy in the US said. It said the release was taking place "in the context of the religious celebrations of Holy Week, which is a customary practice in our criminal justice system". Since returning to the White House, US President Donald Trump has made clear his desire to change Cuba's Communist leadership and has blocked oil shipments to the island, causing severe fuel shortages and widespread blackouts. Last week, a Russian-owned tanker carrying an estimated 730,000 barrels of crude oil became the first to dock in one of Cuba's ports since early January. Cuba holds hundreds of political prisoners behind bars, according to Human Rights Watch, with government critics subject to harassment and criminal prosecution. (BBC Web page : 03.04.2026 Ali Ahmed)

:: THE END ::

বিবিসি

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ছয়জন বাংলাদেশি নিহত : পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এখন পর্যন্ত ছয়জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। যার মধ্যে তিনজনের মরদেহ দেশে এসেছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। শুক্রবার সন্ধ্যায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাহরাইন থেকে আসা বাংলাদেশি কর্মী এস এম তারেকের মরদেহ গ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে-সব প্রবাসী বাংলাদেশির ভিসা নিয়ে জটিলতা হচ্ছে, তাদের ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে সরকার কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছে। এছাড়া যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশি প্রবাসীরা যেন নিরাপদে থাকেন, সেজন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে বলেও জানান তিনি। এসময় নিহতদের পরিবারকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী তিনি জানান, "নিয়ম অনুযায়ী এখন দাফন-কাফনের জন্য ৩৫ হাজার টাকা দিচ্ছি। সঙ্গে আরো ৫০ হাজার টাকার চেক দিয়েছি। এছাড়া ইনসিওরেন্স অনুযায়ী পরবর্তীতে তার পরিবারকে ১০ লাখ টাকা বুঝিয়ে দেওয়া হবে।"(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ রনি)

'তেলের কারণে কোন জিনিসটা ব্যাহত হয়েছে': প্রশ্ন বাণিজ্যমন্ত্রীর

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে জ্বালানি তেলের সংকটে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কোন জিনিসটা ব্যাহত হয়েছে- এই প্রশ্ন করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। শুক্রবার সিলেটে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বাণিজ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য আপদকালীন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। "আপনি পেট্রোল পাম্পে গেলে তেল পাচ্ছেন। এখানে যে এসেছেন মোটরসাইকেল বা গাড়িতে করে, সেটা তেলচালিত বাহন, সুইচ চাইলে বিদ্যুৎ পাচ্ছেন, তো কী আটকাচ্ছে," বলেন তিনি। জ্বালানি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বলেও দাবি করেন

মন্ত্রী। জ্বালানি সংকটের কারণে শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হবে কিনা, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্পকারখানার গ্যাস নিশ্চিত করেই অন্যান্য হিসাব করা হয়। ফলে শিল্প উৎপাদনে প্রভাব পড়ার কোনো শঙ্কা নেই।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ রনি)

অফিস চলবে ৯টা থেকে ৪টা, দোকান-শপিংমল বন্ধ হবে সন্ধ্যা ৬টায়

ইরান যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার অফিস সময়সূচি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রোববার থেকে অফিস চলবে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। এতদিন অফিস সময় ছিল সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ৯টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সংসদ ভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর প্রেসব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গণি সিদ্ধান্তগুলো জানিয়েছেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে ব্যাংক লেনদেন চলবে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত। দোকানপাট ও শপিংমলসহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিষয়ে রোববার নির্দেশনা দেওয়া হবে বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব। তিনি আরও বলেন, "আগামী তিনমাস সরকারি ব্যয় কমানো হবে। এ সময়ে কোনো নতুন যানবাহন, জলযান, আকাশযান ও কম্পিউটার সামগ্রী কেনা হবে না।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব এ-ও বলেন, "অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ৫০ শতাংশ কমানো হয়েছে। সরকারি অর্থায়নে সব বৈদেশিক প্রশিক্ষণ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।" সভা-সেমিনারে ব্যয়ও ৫০ শতাংশ কমানো হবে। জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে সরকারি ব্যয় ৩০ শতাংশ কমানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ ব্যয়ও ৩০ শতাংশ কমাতে বলা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশে পেট্রোল-অকটেন উৎপাদনের পরও সংকট কেন?

তেল ফুরিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, ঢাকার আসাদগেটের একটি ফিলিং স্টেশনে গাড়ি ঠেলে নিয়ে আসেন ফারুক মোল্লা। বুধবার সকাল সাড়ে ৬টা থেকে পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষার পর সাড়ে ১১টা নাগাদ জ্বালানি তেল পান তিনি। ফারুক মোল্লা বিবিসি বাংলাকে বলেন, চালক হিসেবে ৩০ বছরের কর্মজীবনে এমন সংকট তিনি দেখেননি। 'সোনার বাংলা' নামের ওই ফিলিং স্টেশনে দেখা যায়, ব্যক্তিগত গাড়িতে সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা এবং মোটরসাইকেলে ৫০০ টাকার তেল দেওয়া হচ্ছে। সড়কের ঠিক উল্টো দিকে আরেকটি ফিলিং স্টেশন রয়েছে, সকাল থেকে সেটি দুপুর পর্যন্ত সেখানে পেট্রোল, অকটেন বরাদ্দ না থাকায় বন্ধ থাকতে দেখা যায়। তবে পাম্প থেকে ডিজেলে সরবরাহ করতে দেখা যায়। আমদানি করা তেলের মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চাহিদা ডিজেলের। কিন্তু এখন শহরে-গ্রামে তেলের জন্য যে হাহাকার এবং দীর্ঘ সারি, তার অধিকাংশই অকটেন ও পেট্রোলের জন্য। তেলের চাহিদা পূরণ করতে হিমশিম অবস্থা তৈরি হয়েছে অধিকাংশ পেট্রোল পাম্পে। চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় বরাদ্দকৃত তেল ফুরিয়ে অনেক ফিলিং স্টেশন বন্ধ থাকতেও দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা ডিজেলের। অথচ অনেক পাম্পে ডিজেল থাকলেও টান পড়েছে অকটেন ও পেট্রোলের। ডিজেল বাংলাদেশ প্রায় পুরোটাই আমদানি করে। অন্যদিকে বাংলাদেশে নিজস্ব গ্যাসক্ষেত্র থেকে পাওয়া কনডেনসেট থেকে দৈনিক প্রায় সাড়ে চার থেকে পাঁচ হাজার ব্যারেল পেট্রোল ও অকটেন উৎপাদন করছে।

পেট্রোল-অকটেনের উৎপাদন কত

বাংলাদেশে তেলের মজুত এবং উৎপাদন সক্ষমতা মিলিয়ে পেট্রোল, অকটেনের এমন সংকট হওয়ার কথা নয়। কারণ বাংলাদেশে পেট্রোল ও অকটেনের নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থা রয়েছে। সিলেটের গ্যাস ক্ষেত্রগুলোয় গ্যাসের সঙ্গে যে কনডেনসেট (গ্যাস উৎপাদনের সময় উপজাত হিসেবে পাওয়া তরল হাইড্রোকার্বন) পাওয়া যায়, সেটি প্রক্রিয়াজাত করে বাংলাদেশ পেট্রোল ও অকটেনের চাহিদার একটা বড়ো অংশ উৎপাদন করে। বাংলাদেশে বছরে পেট্রোলের চাহিদা ৪ লাখ ৬২ হাজার টন ও অকটেনের চাহিদা ৪ লাখ ১৫ হাজার টন। বাংলাদেশে নিজস্ব উৎপাদন ও ক্রুড অয়েল থেকে ইস্টার্ন রিফাইনারি পরিশোধন করে পেট্রোল আমদানির প্রয়োজন হয় না। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে উৎপাদিত কনডেনসেট থেকে ২ লাখ মেট্রিক টনেরও বেশি, অর্থাৎ মোট চাহিদার প্রায় অর্ধেক পেট্রোল উৎপাদন হয়েছে। এছাড়া অকটেনও হয়েছে মোট চাহিদার চাহিদার প্রায় চারভাগের একভাগ। এ বিবেচনায় বিশ্ববাজার থেকে তেল আমদানি পুরো বন্ধ হয়ে গেলেও, বাংলাদেশে এই মুহূর্তে পেট্রোল ও অকটেনের দিক থেকে একেবারে জ্বালানিশূন্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। এর মধ্যে পেট্রোবাংলার কোম্পানি সিলেট গ্যাস ফিল্ডের দুটি প্ল্যান্টে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশীয় কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করে প্রায় ১ লাখ ১৬ হাজার ৬৬২ মেট্রিকটন পেট্রোল এবং ৫৫ হাজার ৩৩৯ মেট্রিকটন অকটেন উৎপাদন করেছে। ইরান যুদ্ধ এবং তেলের মজুত নিয়ে নানা খবরে আতঙ্ক থেকেই পেট্রোল ও অকটেনের অস্বাভাবিক চাহিদা তৈরি করেছে।

উৎপাদন কোথায় কতটুকু

বাংলাদেশের নিজস্ব কনডেনসেট থেকে পেট্রোল ও অকটেন উৎপাদন করে সরকারি কোম্পানি সিলেট গ্যাস ফিল্ডের দুটি প্ল্যান্ট এবং চারটি বেসরকারি রিফাইনারি। দেশের নিজস্ব গ্যাসক্ষেত্র থেকে আসা কনডেনসেট থেকে সবচেয়ে বেশি পেট্রোল ও অকটেন, কেরোসিন ও ডিজেল এবং অল্প পরিমাণ এলপিজি উৎপাদন করে হবিগঞ্জ অবস্থিত সিলেট গ্যাস

ফিল্ডস লিমিটেডের (এসজিএফএল) ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট ও ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট বা সিআরইউ। হবিগঞ্জের প্ল্যান্টে বর্তমানে প্রতিদিন সাড়ে চার হাজার ব্যারেল কনডেনসেট বিভাজন করে ৬০০ ব্যারেলের (৭৪ মেট্রিকটন) মতো অকটেন, ৩ হাজার ৪৫০ ব্যারেল বা ৪২০ মেট্রিকটন পেট্রোল, ১৫০ ব্যারেল বা ২০ মেট্রিকটন ডিজেল ও ১০০ ব্যারেল বা ১৩ মেট্রিকটন কেরোসিন এবং ১৭ ব্যারেল বা ১.৫ মেট্রিকটন এলপিজি উৎপাদন হচ্ছে।

এসজিএফএল এর লিকুইড পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং বিভাগের মহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী জীবন শান্তি সরকার বিবিসি বাংলাকে জানান, এসজিএফএল-এর প্ল্যান্ট দেশীয় কনডেনসেট থেকে দৈনিক চার হাজার ব্যারেলের বেশি পেট্রোল এবং অকটেন উৎপাদন করছে। এই তেল দেশের মোট পেট্রোলের চাহিদার ৩৩-৩৫ শতাংশ এবং অকটেনের চাহিদার ৭-৮ শতাংশ, কেরোসিনের চাহিদার ৭ শতাংশ এবং ডিজেলের চাহিদার ০.২ শতাংশ পূরণ করতে পারে। বাংলাদেশে সিলেট গ্যাস ফিল্ডসের কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট ছাড়াও চারটি বেসরকারি রিফাইনারি দেশীয় কনডেনসেট থেকে প্রক্রিয়াজাত করে পেট্রোল অকটেন, কেরোসিন ও ডিজেল উৎপাদন করে। মি. সরকার বলেন, বাংলাদেশে ফিনিশড প্রোডাক্ট হিসেবে পেট্রোলের আমদানি করা প্রয়োজন হয় না। "দেশীয় যে উৎপাদিত কনডেনসেট, সেটি থেকে দেশের মোট পেট্রোলের চাহিদার প্রায় ৪০-৪৫ শতাংশ পূরণ হচ্ছে। আর বাকিটা ইআরএল (ইস্টার্ন রিফাইনারি লি.) তারা ক্রুড অয়েল থেকে এবং প্রাইভেট যারা আছে, তারা ইমপোর্টেড কনডেনসেট থেকে পেট্রোলের চাহিদা পূরণ করছে।" অকটেনের চাহিদা কতটা পূরণ হয়, সে হিসেব দিয়ে মি. সরকার জানান, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিপিসি প্রায় ৬২ শতাংশ অকটেন উৎপাদন করেছে, বাকি চাহিদা দেশীয়ভাবে পূরণ করা সম্ভব হয়েছে।

নিজস্ব কনডেনসেট থেকে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি তেল উৎপাদন করে সিলেট গ্যাস ফিল্ড। সিলেটের দুটি প্ল্যান্টে দৈনিক সাড়ে সাত হাজার ব্যারেল কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাত করার সক্ষমতা রয়েছে। তবে গ্যাসের উৎপাদন ও কনডেনসেট উৎপাদন কমে গিয়ে এখন প্রতিদিন সাড়ে চার হাজার ব্যারেল কনডেনসেট বরাদ্দ পায় সিলেট গ্যাসফিল্ডের কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট। ইরান যুদ্ধের কারণে তেল সংকট সৃষ্টির পর পেট্রোবাংলার নির্দেশনা অনুযায়ী, হবিগঞ্জ সিআরইউতে দৈনিক অকটেন উৎপাদন ১০০ ব্যারেল বৃদ্ধি করে ৭০০ ব্যারেল উৎপাদন করা হচ্ছে এবং সপ্তাহে পাঁচদিনের পরিবর্তে সাতদিন লরিতে তেল সরবরাহ করা হচ্ছে। হবিগঞ্জে উৎপাদিত পেট্রোল-অকটেন সিলেট অঞ্চল এবং রংপুর, পার্বতীপুর ও বাঘাবাড়ি এলাকায় সরবরাহ করা হয়।

পেট্রোল-অকটেনের এত চাহিদা কেন

বর্তমানে দেশে অকটেন ও পেট্রোলের সংকটের মূল কারণ অতিরিক্ত চাহিদা। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদেরও অনেকে অবৈধ মজুত করার চেষ্টা করছে, প্রয়োজন ছাড়াও বেশি কিনছেন অনেকে। সরকার বলছে, স্বাভাবিক চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় মজুত ও তেল আমদানি করা হচ্ছে। মে মাস পর্যন্ত মজুত সব ধরনের তেলের মজুত নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতি জরুরি সংবাদ সম্মেলন করে গ্রাহকদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তেল না কেনার আহ্বান জানিয়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পাম্পে সবার হিমশিম খেতে হচ্ছে বলেও জানায় পাম্প মালিকরা। বৃহত্তর ময়মনসিংহ পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, মানুষ অতিরিক্ত তেল কিনে মজুত করার কারণে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়েছে। "প্রতিদিন আমি ৫-৬ হাজার লিটার তেল বিক্রি করতাম। পেট্রোল দুই হাজার লিটার আর ডিজেল তিন হাজার লিটার। এখন আমার সেই ডিমান্ড হয়ে গেছে ২০ হাজার, ৩০ হাজার লিটার। সবাই তার গাড়ির তেলের ট্যাংক ফুল করতে চাচ্ছে। আগে যেখানে দুই লিটার তিন লিটার তেল নিত, এখন ৫-১০ লিটার কিনছে। এ কারণে একটা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়েছে।"

তেলের অভাবে অনেক সময় বন্ধ থাকছে পেট্রোল পাম্প

পেট্রোল অকটেনের মজুত এবং উৎপাদন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে পেট্রোল, অকটেনের এই চাহিদা অস্বাভাবিক। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে আইইউবির উপাচার্য অধ্যাপক ম. তামিম বিবিসি বাংলাকে বলেন, বাংলাদেশে কনডেনসেটের উৎপাদনও কমেছে। "রশিদপুর, হবিগঞ্জ, বিবিয়ানা সিলেটের কয়েকটি ফিল্ড থেকে কনডেনসেট আসে। বিবিয়ানার উৎপাদন ১২০০, ১৩০০ মিলিয়ন থেকে ৮০০-৯০০ মিলিয়ন ঘনফুটে নেমে গেছে। সুতরাং আমাদের নিজস্ব সরবরাহ থেকে পেট্রোলটা মোটামুটি মেটানো যাবে। তবে অকটেন ডেফিনেটলি আমদানি করতে হবে।" "আমরা জানলাম আগামী মাসের জন্য অকটেন যা প্রয়োজন, তার দ্বিগুণ আসছে। সুতরাং গাড়ির লাইন আমরা যেটা দেখছি, এটা ডেফিনেটলি প্যানিক পারচেজ।"

সরকারের পদক্ষেপ কী

সরকার জানাচ্ছে, যে দেশে জ্বালানি তেলের যথেষ্ট মজুত রয়েছে। চাহিদা পূরণে আরো কেনা হচ্ছে। মে মাস পর্যন্ত তেলের চাহিদা পূরণ করতে বেশি দামে তেল আমদানি করা হয়েছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন জ্বালানি বিষয়ক মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ। ইরান যুদ্ধের কারণে সংকট নিরসনে পদক্ষেপ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, "বিশ্বব্যাপী প্রবলেম হয়েছে দেখেই তো আমি বেশি দাম দিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে তেল এনে স্টক করতেছি।" মে মাস পর্যন্ত চলার মতো জ্বালানি তেলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে দাবি করে তিনি বলেন, "আরো জাহাজ আসবে, আরো তেল আসবে।" সরকারি কোষাগারের ওপর চাপ পড়লেও, তেলের সরবরাহ ঠিক রাখা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, "আর সেই সাপ্লাইকে

ডিসরাপ্ট করতেছে কালোবাজারিরা।" ইকবাল হাসান মাহমুদ জানান, সিরাজগঞ্জ জেলায় ফুয়েল কার্ড, রাজশাহীতে গাড়ির জোড় ও বেজোড় নম্বর অনুযায়ী আলাদা দিনে তেল সরবরাহের মতো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঢাকায় মোটরসাইকেলের জন্য কিউআর কোড চালু করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। "আমাদের তো প্রবলেম বাইক। আমরা ঢাকাতে কিউআরকোড করতেছি। আমরা প্রত্যেকটা বাইকারদের কাছে কিউআর কোড দিয়ে দেব। ওই কিউআর কোড ধরলে কী পরিমাণে তেল সে পাওয়ার কথা, পেয়ে যাবে। সারাদিনে অন্য কোনো পাম্পে গিয়ে আর তেল পাবে না।"

মন্ত্রী জানান, দেশে অভিযান পরিচালনা করে তেল অবৈধ মজুত উদ্ধার করা হচ্ছে। সব পেট্রোল পাম্পে জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয় করতে 'ট্যাগ অফিসার' নিয়োগ করা হয়েছে। "আমাদের মজুতের কোনো অসুবিধা নাই। আমাদের তেলের সাপ্লাই হচ্ছে। এখন আমার সারা বছরের যে প্ল্যানিং থাকে, কোন পাম্পে কোন তেল দেব প্রতিদিন, সেই তেল সাপ্লাই করছি। এখন ডিমান্ড হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ায়, সেই তেল যদি শেষ হয়ে যায়, সেটা তো কিছু করার নাই আমার। আমার সাপ্লাই লাইন ও ঠিক আছে।" ইকবাল হাসান মাহমুদ জানান, সরকার এই মুহূর্তে দৈনিক ১৬০ কোটি টাকা জ্বালানি তেলে ভর্তুকি দিচ্ছে। "আমরা তেলের দাম এ মাসেও বাড়ালাম না। জনগণ যদি একটু সাশ্রয়ী হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যদি তেল না কেনে, তাহলে পরে এসব ভিড়-টিড় কিছুই থাকবে না এবং সাপ্লাইও স্বাভাবিক হয়ে যাবে।" ইরান যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বের তেলের বাজারে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। আমদানি নির্ভর জ্বালানির মধ্যে বাংলাদেশের বড়ো চাহিদা হচ্ছে ডিজেল ও এলএনজির। বিশ্লেষকরা বলছেন, যুদ্ধের কারণে দাম বৃদ্ধি এবং সরবরাহ সংকটে ভবিষ্যতে ডিজেল ক্রুড অয়েল ও এলএনজি আমদানি নিশ্চিত করাটাই হতে পারে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জের। জ্বালানিমন্ত্রী বলছেন, চাহিদা অনুযায়ী ডিজেলের আমদানির ব্যবস্থাও সরকার করছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

অফিসের সময় কমিয়ে, সন্ধ্যায় দোকান-শপিংমল বন্ধ করে সাশ্রয় হবে কতটা?

বাংলাদেশ সরকার অফিসের সময় এক ঘণ্টা কমিয়ে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে কতটা জ্বালানি সাশ্রয় হতে পারে- এমন প্রশ্ন উঠেছে এখন। আলোচনায় আসছে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে দোকান-শপিংমল বন্ধের সিদ্ধান্ত। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইরান যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকেও সাশ্রয়ী বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে অফিসের সময় কমানোর পাশাপাশি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ব্যাংকের লেনদেন চলবে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত এবং চারটায় ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাবে। দোকানপাট ও শপিংমলসহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। এ সিদ্ধান্ত নিয়ে দোকান মালিকসহ ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে। দোকান মালিকসহ ব্যবসায়ীরা সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেরা আলোচনা করবেন এবং শনিবার সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সঙ্গেও তাদের বসার কথা রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে আগামী তিন মাস সরকারি ব্যয় কমানো এবং এ সময়ে কোনো নতুন যানবাহন (গাড়ি, জলযান, আকাশযান) ও কম্পিউটার সামগ্রী না কেনার কথাও বলা হয়েছে। এছাড়া জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে সরকারি ব্যয় ৩০ শতাংশ কমানোর সিদ্ধান্তও সরকার নিয়েছে। হয়েছে। সেইসাথে, বিয়ে বা উৎসবে কোনো আলোকসজ্জা করা যাবে না বলে সরকার বলেছে।

'কিছু জ্বালানি সাশ্রয় হবে'

কর্মঘণ্টা কমিয়ে এবং দোকানপাট সন্ধ্যায় বন্ধ করে বিদ্যুৎ ব্যবহার কিছুটা কমবে। বিশেষ করে আলো, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (এসি), লিফ্‌ট ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার কমার কারণে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট নিরসনে এমন সিদ্ধান্ত যে বাংলাদেশে এই প্রথম নেওয়া হচ্ছে, বিষয়টি এমন নয়। এর আগেও একাধিকবার নানামুখী সংকটে এমন পথে হাঁটতে হয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের আমলে, ২০২২ সালের জুনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে রাত ৮টার পর থেকে দোকানপাট বন্ধের নির্দেশনা দিয়েছিল সেই সরকার। সে সময়ও প্রশ্নের মুখে পড়েছিল ওই পদক্ষেপ। অবশ্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক অধ্যাপক, জ্বালানি ও টেকসই উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ড. ইজাজ হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, কিছু জ্বালানি সাশ্রয় হবে। আমরা কখনও কখনও তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করি, তাই ফার্নেস অয়েল বাঁচবে।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাস্তবে সাশ্রয় নির্ভর করে মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের ওপর। কারণ অফিসের সময় কমলেও, বাসাবাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবহার বাড়তে পারে, আবার প্রতিষ্ঠানগুলো কম সময়ে বেশি চাপ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার নাও কমাতে পারে। কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর জ্বালানি উপদেষ্টা এম শামসুল আলম মনে করেন, "এটি যথাযথভাবে পালিত হলে স্বল্পমেয়াদে কিছুটা লাভ হবে। কিন্তু এগুলো সাধারণত সুফল আনতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে সরকারের সফলতার হার খুব বেশি না।" তার মতে, কর্মঘণ্টা কমানোর বদলে নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা গেলে তা বেশি কার্যকর হতে পারতো। "সরকার যদি প্রতিটি অফিসকে নির্দিষ্ট টার্গেট দিতো যে, প্রতিদিন বা মাসে কত ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যাবে, তাহলে সেটি অফিস ম্যানেজমেন্টের অংশ

হয়ে যেতো। এখন যেটা হয়েছে, কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। ফলে বাস্তবায়ন ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে। তাই কর্মঘণ্টা কমলেও এনার্জি সাশ্রয় কমবে না। দোকানপাটের জন্যও একই বিষয় প্রযোজ্য," বলেন শামসুল আলম। তবে হোম অফিস একটি বিকল্প হতে পারে। এতে যাতায়াতের সময় বাঁচবে এবং ওই সময়ে তারা বাড়িতে বসে বেশি কাজ করার সুযোগ পাবে। আর যাতায়াত কমায় জ্বালানিও সাশ্রয় হবে। তবে এতে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠতে পারে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগ শাসনের সময় ২০২২ সালে যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, সে প্রসঙ্গ টেনে শামসুল আলম বলেন, ওই সময় সংকট নিরসনে লোডশেডিং দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ "কোন জায়গায় কত লোডশেডিং দিবে, তা পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়নি।" অর্থাৎ, ঠিকঠাক পরিকল্পনা না করে লোডশেডিং দিলে সেটিও সুফল বয়ে আনবে না। এদিকে, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড. ইজাজ হোসেন মনে করেন, সরকার এখন যা করছে, "তা হলো বিদ্যুৎ সাশ্রয়। এতে জ্বালানি সাশ্রয় হচ্ছে না। এখন দেশে মূল সংকট জ্বালানি। বিদ্যুৎ সাশ্রয় করাও ভালো। কিন্তু মনে হয় না যে, ওনারা সম্পূর্ণ বিষয় চিন্তা করে এটা করেছেন।" এ সময় তিনি আরও জানান, বাংলাদেশের ৫৭ শতাংশ বিদ্যুৎ রেসিডেন্সিয়াল সেক্টর ব্যবহার করে। আর কমার্সিয়াল সেক্টর ব্যবহার করে ১১ শতাংশ। "ওনারা (সরকার) যে সেভিংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা কমার্সিয়াল সেক্টরের সেভিংস। তারা যদি অফিস একদিন কমিয়ে দিতো, অড-ইভেন নাম্বার অনুযায়ী যদি গাড়ি বের করতো...বেটার হতো। অফিস আওয়ার এক ঘণ্টা এগিয়ে আনলেও ভালো হতো, তাহলে আমরা ডে লাইট ব্যবহার করতে পারতাম। এতে কর্মঘণ্টাও ঠিক থাকতো," যোগ করেন তিনি। "এখন আমাদের জ্বালানি তেল সাশ্রয়ের পদ্ধতি বের করতে হবে" উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারের উচিত পরিবহণ খাতের দিকে মনোযোগ দেওয়া যে, কীভাবে গাড়ি কমানো যায়।"

সরকারের সাথে বসবেন দোকান মালিকরা

অফিসের সময় কমলেও, ঠিকঠাক কর্মপরিকল্পনা করলে এটি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু দোকানপাট সন্ধ্যা ৬টায় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে খুচরা ব্যবসায়। কারণ সাধারণত বিকেল ও সন্ধ্যার সময়ই ক্রেতার চাপ বেশি থাকে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, দোকানপাট ৬টার মধ্যে বন্ধ করে দিলে তা ব্যবসায়ীদের জন্য কষ্টসাধ্য বিষয় হবে। "দিনে দোকান খুলে দিনেই বন্ধ করে দিলে আমাদের তো ক্ষতির শেষ থাকবে না।" সরকার নিজেরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের সাথে আলোচনা করে নিতে পারতো উল্লেখ করে তিনি এ-ও জানান, আগামীকাল শনিবার দুপুরে জ্বালানি মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে তাদের একটি সভা আছে। সেখানে তারা দোকান-শপিংমল বন্ধের সময় অন্তত এক ঘণ্টা বাড়ানোর অনুরোধ জানাবেন। কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ বা ক্যাবের শামসুল আলমও বলছিলেন, এই সিদ্ধান্তে ব্যবসার কিছুটা ক্ষতি হবে। "ব্যবসা কম হলে সরকারের আয়ও কমবে, কারণ তখন ভ্যাট-ট্যাক্স কমবে। ভোগব্যয় বেশি থাকলে সরকারের আয় বেশি হয়। কমলে পণ্য সরবরাহ কমে যায়, অর্থনৈতিক মন্দা নেমে আসে এবং সরকারের আয়-আয়ু সংকটে পড়ে," যোগ করেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

পাকিস্তানে জ্বালানির দাম এক লাফে ৪৩ শতাংশ বাড়লো

ইরানে চলমান যুদ্ধের ফলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায়, পাকিস্তানেও এর প্রভাব পড়েছে। রাতারাতি পেট্রোলের দাম ৪৩ শতাংশ এবং হাই-স্পিড ডিজেলের দাম ৫৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। পাকিস্তানের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারি কোষাগারে সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং চলমান যুদ্ধের কোনো নিশ্চিত সমাপ্তি না থাকায়, এই কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান তার জ্বালানি চাহিদার বড়ো একটি অংশের জন্য আমদানির ওপর নির্ভরশীল, যার বড়ো চালান আসে হরমুজ প্রণালি হয়ে। সম্প্রতি ইরান এই রুটটি কার্যত বন্ধ করে দিলেও, পাকিস্তান সরকারের দাবি, তারা ইরানের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পাকিস্তানি পতাকাবাহী জাহাজগুলোর জন্য নিরাপদ চলাচলের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পর পাকিস্তানে এটি দ্বিতীয় দফায় দাম বৃদ্ধি। সব মিলিয়ে যুদ্ধ শুরুর আগের তুলনায় দেশটিতে বর্তমানে পেট্রোল ৭৭ শতাংশ এবং ডিজেল ৮৭ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। এদিকে, সাধারণ মানুষের ওপর চাপ কমাতে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ভর্তুকিও ঘোষণা করেছে পাকিস্তান সরকার। আগামী তিন মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ২০ লিটার পেট্রোলের ওপর প্রতি লিটারে ১০০ রুপি ভর্তুকি পাবেন মোটরসাইকেল আরোহীরা। এছাড়া, আন্তঃনগর বাস ও গণপরিবহণের জন্য লিটার প্রতি ১০০ রুপি এবং যাত্রীবাহী বাস সার্ভিসের জন্য মাসে সর্বোচ্চ এক লাখ রুপি পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়া হবে। ট্রাকসহ পণ্যবাহী যানবাহনের জন্য মাসে সর্বোচ্চ ৭০ হাজার রুপি পর্যন্ত জ্বালানি ভর্তুকি বরাদ্দ করা হয়েছে। আর কৃষিখাতে ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য ফসল কাটার মৌসুমে এককালীন একর প্রতি এক হাজার ৫০০ রুপি অর্থ সহায়তা দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। এছাড়া, রেলের ভাড়া নিয়ন্ত্রণে রাখতে পাকিস্তান রেলওয়েকে বিশেষ আর্থিক সহায়তার ঘোষণাও দিয়েছে সরকার। পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব এক বিবৃতিতে বলেছেন, আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে সরকারের পক্ষে বড়ো ধরনের কোনো স্বস্তি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। যে-কোনো ছাড় বা ভর্তুকি কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এই পুরো পরিস্থিতি প্রতি সপ্তাহে পর্যালোচনা করা হবে এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হবে বলেও জানান তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ এলিনা)

ইরানের সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালানোর হুমকি ট্রাম্পের

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী এখনো "ইরানে যা অবশিষ্ট আছে, তা ধ্বংস করা শুরুই করেনি"। ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে তিনি মার্কিন সেনাবাহিনীকে "বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে শক্তিধর" বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, তারা "এবার সেতুগুলোকে, তারপর বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে" লক্ষ্যবস্তু করবে। এর আগে, তেহরানের পশ্চিমে কারাজ শহরে নির্মাণাধীন একটি সেতুতে বিমান হামলায় আটজন নিহত এবং প্রায় ১০০ জন আহত হন। ট্রাম্প আরও বলেন, "নতুন শাসন নেতৃত্ব জানে কী করতে হবে এবং তা দ্রুত করতে হবে।" তার পুরো পোস্টটি ছিল এ রকম, "আমাদের সামরিক বাহিনী, যা বিশ্বে (অনেক ব্যবধানে) সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে শক্তিশালী, এখনো ইরানে যা অবশিষ্ট আছে, তা ধ্বংস করা শুরুই করেনি। এবার সেতু, এরপর বিদ্যুৎকেন্দ্র! শাসনতন্ত্রের নতুন নেতৃত্ব জানে কী করতে হবে এবং তা করতে হবে দ্রুত! প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে. ট্রাম্প"। এই বি১ সেতু, যা হামলার সময় পর্যন্ত যান চলাচলের জন্য খোলা হয়নি, সেটিকে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম উঁচু সেতু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে সেতুটির নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে, এটি এক হাজার ৫০ মিটার দীর্ঘ এবং এতে ১৩৬টি মিটার উঁচু স্তম্ভ রয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ এলিনা)

পারস্য উপসাগরে আটকে পড়েছেন হাজারো নাবিক

ইরান ও ওমানের মধ্যবর্তী এলাকায় সংকীর্ণ জলপথ 'হরমুজ প্রণালি' দিয়ে জাহাজ চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশ্বজুড়ে তেল, গ্যাস ও সার সরবরাহে বিঘ্ন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। কিন্তু এই অচলাবস্থার কারণে ওই এলাকায় আটকে পড়া অন্তত দুই হাজার জাহাজে থাকা হাজারো নাবিকের শোচনীয় অবস্থা নিয়ে খুব কম তথ্যই জানা যাচ্ছে। চলমান সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে পারস্য উপসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে এ পর্যন্ত ২১টি হামলার খবর নিশ্চিত হওয়া গেছে। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা বা আইএমও জানিয়েছে, এসব হামলায় এখন পর্যন্ত ১০ জন নাবিক নিহত হয়েছেন এবং আরও বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। বর্তমানে উপসাগরীয় দেশগুলোর উপকূলে নোঙর করে থাকা জাহাজগুলোতে ২০ হাজারেরও বেশি নাবিক অবস্থান করছেন। আইএমও-র তথ্যমতে, এসব জাহাজে খাবার ও প্রয়োজনীয় রসদ ফুরিয়ে আসছে। দীর্ঘ সময় আটকে থাকায় নাবিকরা চরম ক্লান্তি ও তীব্র মানসিক চাপের মধ্যদিয়ে সময় পার করছেন। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থার মহাসচিব আর্সেনিও ডোমিঙ্গুয়েজ বলেছেন, "এই সংকট সমাধানে বিচ্ছিন্ন কোনো পদক্ষেপ আর যথেষ্ট নয়।" তিনি আরও বলেন, "আটকে পড়া নাবিকদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে এবং জাহাজগুলোতে জরুরি সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি 'মানবিক করিডোর' গড়ে তুলতে জরুরি কূটনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।"(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ এলিনা)

কুয়েতে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করছে যুক্তরাজ্য

কুয়েতের তেল শোধনাগারে গতরাতের ড্রোন হামলাকে 'বেপরোয়া' আখ্যা দিয়ে এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার। শুক্রবার সকালে কুয়েতের ক্রাউন প্রিন্সের সাথে এক ফোনালাপে তিনি দেশটিতে যুক্তরাজ্যের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন নিয়ে আলোচনা করেছেন। ডাউনিং স্ট্রিটের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী স্টারমার কুয়েত এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের মিত্রদের পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, "এই আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েনের লক্ষ্য হলো- কুয়েতি ও ব্রিটিশ কর্মীদের পাশাপাশি, এই অঞ্চলে আমাদের স্বার্থ রক্ষা করা। একইসাথে এটি যাতে কোনোভাবেই বড়ো ধরনের যুদ্ধে রূপ না নেয়, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।" ফোনালাপে উভয় নেতা 'হরমুজ প্রণালি' পুনরায় সচল করার বিষয়ে একমত হয়েছেন। এর আগে, গত মঙ্গলবার ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী জন হিলি ঘোষণা করেছিলেন যে, কুয়েতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে একটি 'র‍্যাপিড সেন্ট্রি' আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ইতোমধ্যে সেখানে পৌঁছেছে। মূলত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে কুয়েতের অবকাঠামো রক্ষা করতেই এই দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ডাউনিং স্ট্রিট স্পষ্ট করেছে যে, এই পদক্ষেপটি এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার একটি অংশ হিসেবে নেওয়া হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ এলিনা)

আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করছেন না ট্রাম্প

চলমান যুদ্ধকে অনেকে একটি 'স্বেচ্ছায় চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ' হিসেবে দেখছেন, যার আইনি ভিত্তি অত্যন্ত বিতর্কিত। কারণ, এই যুদ্ধ শুরুর আগে যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েলের ওপর ইরানের পক্ষ থেকে কোনো আসন্ন হুমকির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বর্তমান পরিস্থিতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভূমিকা ও রণকৌশল নিয়ে একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন বিবিসির আন্তর্জাতিক সম্পাদক জেরেমি বোয়েন। জেরেমি বোয়েন উল্লেখ করেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক ভাষা- বিশেষ করে ইরানকে 'প্রস্তর যুগে' ফিরিয়ে নেওয়ার হুমকি সরাসরি যুদ্ধাপরাধের শামিল। আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতি অনুযায়ী, যে-কোনো সামরিক অভিযানে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং হুমকির অনুপাতে শক্তি প্রয়োগ করা

বাধ্যতামূলক। তেহরান ও কারাজকে সংযোগকারী সেতুতে মার্কিন হামলার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে আরও তথ্যের প্রয়োজন, তবে এটি বলা চলে যে, ট্রাম্পের নীতিতে আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা বা নিয়ম-নীতির কোনো স্থান নেই। 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতিতেই সে বিশ্বাস করে বলে মনে হয়। গত পরশু রাতে ট্রাম্পের ১৯ মিনিটের ভাষণে তার অবস্থানের দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। বোয়েনের মতে, এটি ট্রাম্পের 'কৌশলগত অনিশ্চয়তার' বহিঃপ্রকাশ। ট্রাম্প একদিকে যেমন এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজছেন, অন্যদিকে বর্তমানে কোনো কার্যকর সমঝোতা বা চুক্তির সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র যদি স্থলবাহিনী মোতায়েন করে, তবে তা উল্টো ইরানের জন্য সুবিধাজনক হতে পারে। ইরান চাইবে, যুক্তরাষ্ট্রকে একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে। কারণ, রাজনৈতিকভাবে ট্রাম্পের তুলনায় ইরান দীর্ঘমেয়াদে বেশি ক্ষয়ক্ষতি সয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ইরান ইতোমধ্যে দেখিয়েছে যে, 'অসম যুদ্ধে' দুর্বল দেশগুলোও শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। আর হরমুজ প্রণালি ইরানের হাতে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কার্যকর অস্ত্র।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ এলিনা)

যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ার সতর্কতা জাতিসংঘের

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়তে শুরু করেছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বা এফএও। সংস্থাটির মাসিক 'ফুড প্রাইস ইনডেক্স' বা খাদ্যমূল্য সূচক অনুযায়ী যা আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম পর্যবেক্ষণ করে- গত ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাসের ব্যবধানে বিশ্বজুড়ে খাদ্যের দাম দুই দশমিক চার শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সূচকটি টানা দ্বিতীয় মাসের মতো ঊর্ধ্বমুখী বলে জানিয়েছে এফএও। মূলত, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের ফলে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায়, তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে খাদ্যপণ্যের উৎপাদন ও পরিবহণ খরচে। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল সরবরাহ পথ 'হরমুজ প্রণালি' নিয়ে অস্থিরতা চলমান থাকলে সামনের দিনগুলোতে খাদ্য আমদানিকারক দেশগুলোর জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ এলিনা)

যুক্তরাষ্ট্র চাইলে 'সহজেই' হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত করতে পারে : ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্র খুব সহজেই হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত করতে পারে বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল-এ দেওয়া এক পোস্টে এই মন্তব্য করেছেন তিনি। ট্রাম্প লিখেছেন, "আরও কিছুটা সময় পেলে আমরা খুব সহজেই হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত করতে পারি। সেখানকার তেল দখল করে আমরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারি। এটি কি বিশ্বের জন্য একটি তেলের খনি হবে না?" হরমুজ প্রণালি কীভাবে পুনরায় উন্মুক্ত করা যায়, সে বিষয়ে ট্রাম্প বারবার বিভিন্ন ধরনের মত দিয়েছেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, পশ্চিমা দেশগুলোর উচিত এই গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ দিয়ে তেল সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে সামরিক শক্তি ব্যবহার করা।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ এলিনা)

নৌবাহিনী গোয়েন্দা প্রধানের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করল ইরান

নৌ-গোয়েন্দা অধিদপ্তরের প্রধান বেহনাম রেজায়ির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর বা আইআরজিসি। শুক্রবার এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে তারা। এর আগে, গত ২৬ মার্চ এক হামলায় রেজায়িকে লক্ষ্যবস্তু করার দাবি করেছিল ইসরায়েল। ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস বা আইডিএফ তখন জানিয়েছিল, "রেজায়ি আঞ্চলিক দেশগুলোর তথ্য সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।" ইরানের সংবাদমাধ্যমগুলো গত ২৭ মার্চ রেজায়ির একটি স্মরণ সভার খবর প্রকাশ করলেও, আইআরজিসি ঘটনার কয়েকদিন পর শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করল। উল্লেখ্য, গত ২৬ মার্চ ইসরায়েল আইআরজিসির নৌ-কমান্ডার আলিরেজা তাংসিরিকেও হত্যার দাবি করেছিল, যিনি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালিতে অবরোধ তদারকির দায়িত্বে ছিলেন। ইসরায়েলের সেই ঘোষণার চারদিন পর তাংসিরির মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছিল আইআরজিসি। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ এলিনা)

ইরানের ইস্পাত উৎপাদন সক্ষমতা ধ্বংসের দাবি নেতানিয়াহুর

ইসরায়েলি হামলায় ইরানের ইস্পাত উৎপাদন সক্ষমতার প্রায় ৭০ শতাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে বলে দাবি করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় নেতানিয়াহু একে একটি "বিরাট সাফল্য" হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি দাবি করেন, এর ফলে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী তাদের আর্থিক ও সামরিক সংস্থান থেকে বঞ্চিত হবে। তিনি আরও বলেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে আমার এবং আইডিএফ ও মার্কিন সামরিক বাহিনীর মধ্যে পূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা ইরানকে গুঁড়িয়ে দেওয়া অব্যাহত রাখব।" একইসঙ্গে হিজবুল্লাহর উপরও ইসরায়েলি আঘাত অব্যাহত রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ এলিনা)

এনএইচকে

জাপানের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিল্পে মাইক্রোসফটের ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ

মাইক্রোসফট জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিবেশ উন্নত করতে ২০২৯ সালের মধ্যে ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। মাইক্রোসফটের ভাইস চেয়ার ও প্রেসিডেন্ট ব্র্যাড স্মিথ শুক্রবার টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি সানায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা করেন। তাকাইচি বলেন, তিনি এই পরিকল্পনায় খুব খুশি। তিনি বলেন, "আমরা এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানাই, কারণ এটি জাপানের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়াবে, তথ্য সার্বভৌমত্বের সমস্যার সমাধান করবে এবং মানবসম্পদকে উৎসাহিত করবে।" এই ১০ বিলিয়ন ডলার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা সেন্টারগুলোর উন্নয়ন এবং বিশেষজ্ঞ তৈরিতে ব্যয় করা হবে। এই প্রযুক্তি সংস্থাটি জাপানে উপাত্ত ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি, উন্নত এআই প্রযুক্তি বিকাশের জন্য একটি পরিবেশ তৈরির পরিকল্পনা করছে। বৃহৎ জাপানি টেলিযোগাযোগ কোম্পানি সফটব্যাঙ্ক এবং ডেটা সেন্টার পরিচালক সাকুরা ইন্টারনেট, এই প্রকল্পে সহ-অংশগ্রহণকারী হবে। এনটিটি ডেটা জাপান এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নির্মাতা এনইসি-এর সাথে কাজ করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে দশ লক্ষ প্রকৌশলী ও অন্যান্য মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যও নির্ধারণ করেছে মাইক্রোসফট। এদিকে, সাইবার আক্রমণের শিকার হওয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও পৌরসভার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। মাইক্রোসফট জাপানের জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কার্যালয় এবং জাতীয় পুলিশ এজেন্সির সহযোগিতায় এই ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ জোরদার করার লক্ষ্যও নির্ধারণ করেছে। উল্লেখ্য, তীব্র বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার মাঝে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নিরাপদ দেশীয় উন্নয়ন এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে জাপান সরকার।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

একাধিক অধ্যাদেশ বাতিলে ক্ষুব্ধ, হতাশ টিআইবি

বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ও পৃথক সচিবালয় বিষয়ক দুইটি অধ্যাদেশ বাতিল এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ যাচাই-বাছাইয়ের নামে স্থগিতের সুপারিশে ক্ষুব্ধ ও হতাশ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। এক বিবৃতিতে শুক্রবার এই অধ্যাদেশ তিনটি হুবহু বিল আকারে উত্থাপনের দাবি জানিয়ে দুর্নীতি দমন কশিমন, পুলিশ কমিশন ও তথ্য অধিকারবিষয়কসহ স্থগিতের সুপারিশপ্রাপ্ত বাকি অধ্যাদেশগুলোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করে অবিলম্বে আইনে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বিবৃতিতে বলেন, "অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় জারিকৃত ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে যে গুটিকয়েক ক্ষেত্রে দেশের গণতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালী করায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল, তার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ ও মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ অন্যতম। এই তিনটি অধ্যাদেশ বাতিল ও স্থগিতের মাধ্যমে সরকার আসলে কী বার্তা দিতে চায়?" তিনি বলেন, "বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনি ইশতেহারে 'বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ...বিচারব্যবস্থা সংস্কারের জন্য সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন পৃথক সচিবালয়কে আরও শক্তিশালী করা হবে' মর্মে যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, এই কি তার নমুনা? নাকি পরিস্থিতি বিবেচনা করে জনরায়কে প্রভাবিত করার অংশ হিসেবে ক্ষমতাসীন দল 'শুধুমাত্র কথার কথা' হিসেবেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতাসংক্রান্ত অঙ্গীকার তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করেছিল! বিগত কর্তৃত্ববাদী শাসনামলে বিচার বিভাগ কতটা কলুষিত ও বিরুদ্ধ মত দমনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল, তা এত অল্প সময়ের ব্যবধানে সরকার ভুলে গেল! যা খুবই হতাশাজনক।" উল্লেখ্য, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার উদ্যোগের অংশ হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ এবং স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। এই দুটিসহ চারটি অধ্যাদেশ বাতিল করতে (রহিত) সংসদে বিল আনার সুপারিশ করেছে জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

হাসিনার পক্ষে দেওয়া চিঠি আদালত অবমাননার শামিল : চিফ প্রসিকিউটর

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি)কে লেখা লন্ডনের আইনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কিংসলি নাপলির একটি চিঠি বুধবার সাংবাদিকদের কাছে পাঠানো হয়। ওই চিঠি আদালত অবমাননার শামিল বলে বৃহস্পতিবার ডয়চে ভেলেকে জানান আইসিটির চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, "ওই প্রতিষ্ঠানটি যা করেছে, তা আদালত অবমাননা। আমরা কোনো চিঠি পাইনি। পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা চিন্তা করতাম।" চিফ প্রসিকিউটর বলেন, "তাদের আদৌ শেখ হাসিনা নিয়োগ করেছে কি না বা অন্য কেউ নিয়োগ করেছে কি না, সেটা তো আমরা জানি না। আর আমাদের আইনে পলাতক আসামি আদালতে হাজির না হয়ে ব্যক্তিগতভাবে আইনজীবী নিয়োগ করতে পারেন না। তিনি একজন পলাতক আসামি, তিনি ল' ফার্ম নিয়োগ করতে পারেন না।" চিঠির একটি কপি এই প্রতিবেদককে পাঠিয়েছেন সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের তথ্য প্রতিমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ এ আরাফাত। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "ওই ল' ফার্মকে শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে নিযুক্ত করা হয়েছে কি না বা কারা নিযুক্ত করেছেন, এই ব্যাপারে কোনো

তথ্য আমার কাছে নেই। আমার কাছে এইটুকু তথ্য আছে যে, ওই চিঠিটা তারা লিখেছে।" চিঠির বিষয়ে জানতে ডয়চে ভেলের পক্ষ থেকে কিংসলি নাপলিকে মেইল করা হলেও, কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

চিঠিতে যা আছে

কিংসলি নাপলি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে পাঠানো এক আইনি নোটিশে তার বিরুদ্ধে পরিচালিত বিচার প্রক্রিয়া ও রায়কে অবৈধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি বলে দাবি করেছে। তারা তাকে দেওয়া মৃত্যুদণ্ড বাতিলের দাবি করেছে। প্রতিষ্ঠানটি শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করে বলেছে, শেখ হাসিনাকে অনুপস্থিত অবস্থায় বিচার করে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটি আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি এবং তার ন্যায্য বিচার ও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। বিচারটি এমন এক শত্রুভাবাপন্ন রাজনৈতিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে আওয়ামী লীগ ও এর সমর্থকদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে চিঠিতে বলা হয়। ২০২৫ সালে দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা, চলমান রাজনৈতিক সহিংসতা এবং আইনজীবীদের ওপর হামলার ঘটনাও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিতে আরো বলা হয়েছে, ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব ছিল এবং রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা থাকা ব্যক্তিদের দিয়ে বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে। এতে বিচারিক স্বাধীনতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এমনকি একজন বিচারক আগেই দোষী সাব্যস্ত করার ইঙ্গিত দিয়েছেন বলেও দাবি করা হয়েছে। প্রধান প্রসিকিউটরের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ও আওয়ামী লীগবিরোধী অবস্থানকে পক্ষপাতমূলক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া প্রসিকিউশন টিমে দুর্নীতির অভিযোগও উল্লেখ করা হয়েছে। শেখ হাসিনাকে অভিযোগ, প্রমাণ বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। এটি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ফ্রিডম হাউস এবং ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আইনি প্রতিষ্ঠানটি বলছে, ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারও প্রশ্নবিদ্ধ। এটি মূলত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন অপরাধ বিচারের জন্য গঠিত হলেও পরবর্তীতে ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে, যা বেআইনি। তাদের কথা, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দেওয়া রায় বাতিল করতে হবে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাবে না, আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী পুনর্বিচার করতে হবে এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তারা ১৪ দিনের মধ্যে চিঠির জবাব চেয়েছে।

চিফ প্রসিকিউর যা বললেন

এই চিঠি নিয়ে বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম। এরপর বৃহস্পতিবার বিকালে ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "আমরা ওই ধরনের কোনো চিঠি পাইনি। সাংবাদিকরা আমাদের দেখিয়েছে। তবে ওই চিঠি আদালত অবমাননার শামিল। আমরা যদি অফিসিয়ালি চিঠি পেতাম, তাহলে এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারতাম। একজন পলাতক আসামির পক্ষে তারা তো এ ধরনের চিঠি দিতে পারে না। এছাড়া চিঠির ভিতরে যা বলা হয়েছে, তা আদালত অবমাননাকর।" "তাদের আদৌ শেখ হাসিনা নিয়োগ করেছে কি না বা অন্য কেউ নিয়োগ করেছে কি না, সেটা তো আমরা জানি না। আর আমাদের আইনে পলাতক আসামি আদালতে হাজির না হয়ে ব্যক্তিগতভাবে আইনজীবী নিয়োগ করতে পারেন না। তিনি একজন পলাতক আসামি, তিনি ল' ফার্ম নিয়োগ করতে পারেন না। এটা ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকতে পারে। গণমাধ্যমে আলোচনায় রাখা বা ট্রাইব্যুনালের কর্মকাণ্ডকে বিতর্কিত করার চেষ্টা- এই টার্গেটে এটা করা হয়ে থাকতে পারে," বলেন তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "মামলাটি এখন আপিল পর্যায়ে আছে। শেখ হাসিনা যদি নিজে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাজির হয়ে আইনজীবী নিয়োগ করে আপিল করতে চান, তাহলে তিনি তা পারবেন। কিন্তু পলাতক থেকে তা সম্ভব নয়।"

অন্য আইনজীবীরা যা বলছেন

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, "এই চিঠির কোনো ইমপ্যাক্ট নাই। জিরো ইমপ্যাক্ট। এটা হলো একটা ফিউডাল এক্সারসাইজ। ইউকের একটা ল' ফার্মের এভাবে বাইরে থেকে কোর্টকে ডিকটেট করা বা সমালোচনা করার কোনো এখতিয়ারই নাই। এটা যদি একটা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন হতো, তাহলে জাস্টিফিকেশন থাকত। তারা বলতে পারত, এই ভুল ত্রুটি আছে। এই শর্টফলগুলো আছে, ফুলফিল করা দরকার। একটা চেম্বারের লইয়াররা কি যা খুশি পাঠাতে পারে? ধরে নিলাম, একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে। তাহলে সেটা এখন কেন? এটার তো রায় হয়ে গেছে। এরপর তো আপিল বিভাগ আছে। যিনি কনভিক্টেড, তার আইনজীবী তো সেখানে তুলে ধরতে পারবেন।" জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, "এটা আসলে একটা খবরদারি। পশ্চিমা ল' ফার্মগুলো মনে করে, তারা চাইলেই যে-কোনো কথা বলতে পারে।" "তার মানে আমি বলছিনা যে, এই মামলায় কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে না। যেহেতু আমি এই মামলার আইনজীবীও না, প্রতিপক্ষেও ছিলাম না। ফলে স্পেসিফিক কোনো তথ্য আমার কাছে নাই। ওইটা নিয়ে আমি কথাও বলতে পারবো না। আমার কথা হচ্ছে, এই ধরনের চিঠি, এই ধরনের বক্তব্যগুলো স্রেফ পাবলিসিটি স্ট্যান্ট। এর কোনো আইনগত ভিত্তি নাই। আর পলাতকের কোনো আইনগত সুরক্ষা বলতে কিছু নাই। এখন তাকে আপিল করতে হলে আদালতে হাজির হতে হবে," বলেন তিনি। এই চিঠি আদালত অবমাননা কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "ডেফিনিটলি। কেউ চাইলেই বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কোনো ব্যক্তি তো চাইলেই একটা কমেন্ট করে বসতে পারবে না। ওনারা তো অফেন্ডেড ফিল করতে পারেন। এই এখতিয়ার তো ওনাদের আছে।"

তবে সুপ্রিম কোর্টের আরেকজন আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ মনে করেন, "আদালত অবমাননা হলো, আদালতের আদেশ কেউ যদি অমান্য করে অথবা আদালত সম্পর্কে কেউ যদি কোনো মানহানিকর বক্তব্য দেয়। আমাদের সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট আছে, যে-কোনো মামলার রায় নিয়ে যে-কোনো লিগ্যাল আর্গুমেন্ট করা যাবে, যখন মামলাটা পেন্ডিং থাকবে না। শেখ হাসিনার এই মামলার তো রায় হয়ে গেছে। এটা তো আর পেন্ডিং নাই। ওই আইনজীবীরা যে কথা বলছেন, তাতো আমরাও মিডিয়ায় আলোচনা করি। তাহলে কেন আদালত অবমাননা হবে? তাদের লেখার মধ্যে আমি তো আদালত অবমাননার কিছু দেখি না।" "এর কোনো আইনগত গুরুত্ব না থাকলেও, এটা তো আলোচনায় আছে। এটা নিয়ে তো কথা হচ্ছে। কথা হবে," বলেন তিনি। মনজিল মোরসেদ বলেন, "আদালতে কেউ মামলা লড়তে গেলে তাকে আইনজীবী নিয়োগ করতে ওকালতনামায় সই করতে হয়। উনি (শেখ হাসিনা) তো আর মামলা লড়তে আইনজীবী নিয়োগ করেননি। তিনি আইনগত পরামর্শ নিতে পারেন। মামলার যে রায় হয়েছে, তা আইনজীবীদের দিয়ে বিশ্লেষণ করাতে পারেন। উনি কি বলেছেন ওনাকে ওই মামলার বিষয়ে নিয়োগ করা হয়েছে। সেটা তো করতেই পারেন। মামলা কনটেস্ট করতে তো আর নিয়োগ করা হয়নি।" "তবে চিঠিটা সুনির্দিষ্ট কাকে দেওয়া হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। ট্রাইবুন্যালকে পাঠানো হয়েছে। এখন সেটা কি বিচারককে, না প্রসিকিউটরকে। কে রিসিভ করবে? কেউই করবে না," বলেন তিনি।

চিঠিটা তারা লিখেছে : আরাফাত

অন্যদিকে সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের তথ্য প্রতিমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ এ আরাফাত বলেন, "ওই ল' ফার্মটিকে শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে নিযুক্ত করা হয়েছে কি না বা কারা নিযুক্ত করেছেন, এই ব্যাপারে কোনো তথ্য আমার কাছে নেই। আমার কাছে এইটুকু তথ্য আছে যে, ওই চিঠিটা তারা লিখেছে।" এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আইসিটিতে তাজুল সাহেবকে দিয়ে জামাতীকরণ করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীরা প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢুকে এটা পুনর্গঠন করল। এটা তো পলিটিক্যালি মোটিভেটেড। তিনি (শেখ হাসিনা) কার কাছে বিচার চাইবেন, কার কাছে আপিল করবেন, এটা রাজনৈতিকভাবেই দেখা হবে। এখানে তো বৈধ কিছুই হয়নি।" ওই ল' ফার্মের চিঠিতে শেখ হাসিনাকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলা হয়েছে। আর আওয়ামী লীগ তাকে এখনো প্রধানমন্ত্রী মনে করে। এর ব্যাখ্যা কী জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আসলে তারা তো ওই আইসিটি ট্রাইব্যুনালের বিচার নিয়ে কথা বলেছে। ভুল-ত্রুটি তুলে ধরছে। ট্রাইবুন্যাল শেখ হাসিনাকে যেভাবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেছে, তারাও সেভাবে বলেছে।" আদালতে হাজির না হয়ে আইনজীবী নিয়োগ করা যায় না- এই প্রশ্নের জবাব তিনি বলেন, "তাহলে তারেক রহমানের (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) মামলায় কীভাবে আইনজীবী নিয়োগ করা হলো? তিনি তো তখন দেশে ছিলেন না।" এর জবাবে তারেক রহমানের সেই সময়ের আইনজীবী এবং আইসিটির চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম বলেন, "তারেক রহমান সাহেবের স্ত্রীও ওই মামলায় আসামি ছিলেন। তিনি হাজির হয়ে প্রতিকার চেয়েছেন এবং তাতে পুরো মামলায়ই একই আদেশ হয়েছে। ফলে তারেক রহমানও অব্যাহতি পেয়েছেন। এখন শেখ হাসিনার মামলায় অন্য কোনো দণ্ডপ্রাপ্ত যদি হাজির হয়ে প্রতিকার চান, আর আদালত যদি সবার ব্যাপারে একই আদেশ দেন, তার সুবিধা শেখ হাসিনা পাবেন।"

এদিকে, ডয়চে ভেলের পক্ষ থেকে লন্ডনের ল' ফার্ম কিংসলি নাপলিকে মেইলে পাঁচটি প্রশ্ন করা হলেও, তারা কোনো জবাব দেয়নি। প্রশ্নগুলো হলো : ১. তাদের সরাসরি শেখ হাসিনা বা তার হয়ে কেউ নিয়োগ দিয়েছে কি না? ২. এ সংক্রান্ত কোনো ডকুমেন্ট তাদের আছে কি না? ৩. বাংলাদেশের আইনে পলাতক অবস্থায় আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া যায় না, তাহলে তারা কীভাবে নিয়োগ পেল? ৪. তারা কি বাংলাদেশে এসে শেখ হাসিনার পক্ষে আইনি লড়াই চালাতে চান? ৫. আইসিটির চিফ প্রসিকিউটর তাদের চিঠিকে আদালত অবমাননা বলেছেন। তারা বিষয়টি কীভাবে দেখে? ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালেই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় প্রথম মামলা হয়। ২০২৪ সালের ১৭ অক্টোবর পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালে প্রথম বিচার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিনই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এ মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে ট্রাইব্যুনাল। শেখ হাসিনাকে পলাতক দেখিয়ে আদালত বিচারকাজ শেষ করে। তার পক্ষে রাষ্ট্র নিযুক্ত আইনজীবী ছিল। ২০২৫ সালের ১৭ নভেম্বরে শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেন বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। রায়ে শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আর সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। তিনি রাজসাক্ষী হওয়ায় মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পান। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ,: ০৩.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

পুলিশ খোঁজ পায় না, অথচ আদালতে গিয়ে জামিন পায় অভিযুক্তরা

বিদেশে পলাতক 'সন্ত্রাসী' সাজ্জাদ আলী ওরফে বড়ো সাজ্জাদের অন্যতম সহযোগী মোবারক হোসেন ওরফে ইমন ও অন্যজন বোরহান উদ্দিন। নির্মাণাধীন ভবনের মালিক ও ব্যবসায়ীদের কাছে চাঁদা দাবি, চাঁদা না পেয়ে গুলি, প্রকাশ্যে রাস্তায় গুলি করে হত্যা- এমন নানা ঘটনায় তাদের নাম এসেছে। চট্টগ্রাম নগর পুলিশ তাদের হন্যে হয়ে খুঁজছে। পুলিশ খুঁজে না পেলেও, উচ্চ আদালতে হাজির হয়ে তারা জামিন পেয়েছে। চট্টগ্রামের আলোচিত জোড়া খুনের মামলায় দুই 'সন্ত্রাসী' গত ১ ফেব্রুয়ারি ছয় সপ্তাহের জন্য জামিন পান। আদেশটি গত ২৯ মার্চ বাকলিয়া থানায় আসার পর

জামিনের বিষয়ে জানতে পারে পুলিশ। দুই 'সন্ত্রাসীর' জামিন পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন নগর পুলিশের উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) হোসাইন মোহাম্মদ কবির ভুঁইয়া। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশ তাদের খুঁজছে। এরই মধ্যে তারা জামিন পেয়েছেন জোড়া খুনের মামলায়। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রাষ্ট্রপক্ষকে জানানো হচ্ছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

জ্বালানি সংকট; একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকারের

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধের ফলে যে জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি-বেসরকারি অফিসের সময় একঘণ্টা কম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ব্যাংকও বন্ধ হবে ৪টার সময়। অফিসের সময় এক ঘণ্টা কমিয়ে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত করা হয়েছে। বর্তমানে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অফিস চলে। আর ব্যাংকে লেনদেন চলবে সকাল ৯টা থেকে ৩টা পর্যন্ত এবং ব্যাংক বন্ধ হবে বিকেল ৪টার মধ্যে। দেশের সব দোকানপাট ও শপিংমল সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে বন্ধ হবে, যা শুক্রবার থেকেই কার্যকর হবে। বৃহস্পতিবার রাতে মন্ত্রিসভার বৈঠকে জ্বালানি সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত হয়। এর আগে, দেশের সব দোকানপাট ও শপিংমল রাত ৮টার মধ্যে বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছিল বাংলাদেশ দোকান মালিক ব্যবসায়ী সমিতি। সরকার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে তা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে হোটেল, ফার্মেসি এবং জরুরি প্রয়োজনীয় সেবা- দোকান, কাঁচাবাজার এর বাইরে থাকবে। বৈঠকে আগামী তিন মাস সরকারের খরচ কমাতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই সময়ে নতুন কোনো যানবাহন (গাড়ি, জলযান বা আকাশযান) এবং কম্পিউটারসামগ্রী কেনা হবে না। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ৫০ শতাংশ কমানো হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সরকারি অর্থায়নে সব ধরনের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বন্ধ থাকবে। সভা-সেমিনারের আপ্যায়ন ব্যয় ৫০ শতাংশ কমানো হয়েছে। জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে সরকারের ব্যয় ৩০ শতাংশ কমানো হয়েছে। এ ছাড়া ভ্রমণ ব্যয়ও কমাতে বলা হয়েছে। তা ৩০ শতাংশ কমানো হয়েছে। বিয়ে বা উৎসবে কোনো আলোকসজ্জা করা যাবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আগামী রোববার থেকে স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত আলাদা নির্দেশনা দেওয়া শুরু করবে। তবে শিক্ষা কার্যক্রম যেন ব্যাহত না হয়, তা বিবেচনায় রাখা হবে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

৫৬ জেলায় হাম ছড়িয়েছে, উদ্‌বিগ্ন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, বাংলাদেশে গত দুই বছরে শিশুদের নিয়মিত টিকাদানের ক্ষেত্রে যে 'ইমিউনিটি গ্যাপ' বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ঘাটতি তৈরি হয়েছে, হামের বর্তমান প্রাদুর্ভাবের সেটাই প্রাথমিক কারণ। দেশের ৫৬ জেলায় হাম ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঢাকা কার্যালয় লিখিতভাবে ডিডাব্লিউর কনটেন্ট পার্টনার প্রথম আলোকে এই তথ্য জানিয়েছে। প্রথম আলো হাম পরিস্থিতি বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের কাছে থাকা সর্বশেষ তথ্য জানিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, হামে আক্রান্ত শিশুদের ৬৯ শতাংশের বয়স ২ বছরের নিচে, ৩৪ শতাংশের বয়স ৯ মাসের কম। বাংলাদেশের হাম পরিস্থিতি নিয়ে তারা খুবই উদ্‌বিগ্ন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

হরমুজ প্রণালি খোলার প্রস্তাবে ভোট নিরাপত্তা পরিষদে

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে হরমুজ প্রণালি দিয়ে নিরাপদে জাহাজ চলাচল করার প্রস্তাব এনেছে বাহরাইন। নিরাপত্তা পরিষদে এই বিষয়ে ভোটাভুটি হবে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, জাহাজ চলাচল শুরু করতে কোনো আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছে উপসাগরীয় ছয়টি দেশ এবং জর্ডান। তবে সংবাদসংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, প্রস্তাবের প্রাথমিক খসড়ায় যা ছিল, তার থেকে অনেকটাই তরলীকরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক খসড়ায় বলা হয়েছিল, হরমুজে জাহাজ চলাচলের জন্য অনুমোদিত দেশগুলি 'প্রয়োজনীয়' ব্যবস্থা নিতে পারবে। জাতিসংঘের ভাষায় এই 'প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার' আওতায় সামরিক পদক্ষেপও পড়ে। নতুন খসড়ায় বলা হয়েছে, হরমুজ প্রণালি এবং তার পার্শ্ববর্তী জলে জাহাজ চালনার জন্য এবং ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই প্রণালি দিয়ে আগামী ছয় মাসের জন্য যাতায়াত নিশ্চিত করতে সমস্ত রকম 'রক্ষণাত্মক' এবং 'পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ' ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য মোট ১৫টি দেশ। এর মধ্যে স্থায়ী সদস্য যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, চীন, ফ্রান্স এবং রাশিয়া। এই স্থায়ী সদস্যরা প্রয়োজনে নিজেদের স্বার্থে বা মিত্র দেশের স্বার্থে যে-কোনো প্রস্তাবে ভেটো দিতে পারে। প্রস্তাবের প্রাথমিক খসড়ায় তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল চীন এবং রাশিয়া।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

কোনো পক্ষ বেছে নিতে বাংলাদেশকে চাপ দেয় না যুক্তরাষ্ট্র

দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর বলেছেন, বর্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের সম্পর্ক আগের যে-কোনো সময়ের তুলনায় বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, নিরাপত্তা, বাণিজ্য, সুশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং অভিন্ন মূল্যবোধ দুই দেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ বেছে নিতে বাংলাদেশকে চাপ দেয় না। যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস

আয়োজিত মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) সন্ধ্যায় দূতাবাস প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিভাগ তাদের ভেরিফায়েড এক্স অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে পল কাপুরের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার বিষয়টি জানানো হয়। ওই পোস্টে পল কাপুরের বক্তব্য রয়েছে। দূতাবাস সূত্রে জানা গেছে, বক্তব্যে তিনি ভবিষ্যতে দুই দেশের সম্পর্ক আরও বিস্তৃত হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে, ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্বালানি, কৃষিপণ্য এবং নিরাপত্তা খাতে সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। বক্তব্যে সরাসরি চীনের নাম উল্লেখ না করলেও, বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন তিনি। এ বিষয়ে পল কাপুর বলেন, যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ বেছে নিতে বাংলাদেশকে চাপ দেয় না বরং উন্নত প্রযুক্তি ও সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়, যা বাংলাদেশ তার নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

হাজারীবাগে ঢাবি শিক্ষার্থীর মৃত্যু, মুখে ‘বিষাক্ত দ্রব্য’

রাজধানীর হাজারীবাগের একটি বাসা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার মুখ থেকে বিষাক্ত দ্রব্যের গন্ধ বের হচ্ছিল বলে জানিয়েছেন স্বজনরা। বৃহস্পতিবার রাত দেড়টায় অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ওই শিক্ষার্থীর নাম সাইদুল আমিন ওরফে সীমান্ত (২৫)। তিনি ঢাবির রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। সাইদুল হাজারীবাগের মনেশ্বর রোডের পাঁচতলা একটি বাড়ির নিচতলায় মেসে থাকতেন। সীমান্তের চাচা রুহুল আমিন বলেন, হাজারীবাগের একটি বাসায় সাবলেট থাকতেন সীমান্ত। তার রুমমেট জানান, রাত ৯টার পর সীমান্ত তার রুমের দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন। বেশ কিছু সময় পেরিয়ে গেলেও, তার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে বিষয়টি বাড়ির মালিককে জানানো হয়। পরে বাসার মালিক দরজা ভেঙে সীমান্তকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

টানা ৮ মাস ধরে সুখবর নেই রপ্তানি আয়ে

দেশের পণ্য রপ্তানি টানা অষ্টম মাসের মতো নিম্নমুখী ধারায় রয়েছে। মার্চে রপ্তানি আয় ১৮ দশমিক ০৭ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলারে, যা আগের বছরের একই মাসে ছিল ৪ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, চলতি অর্থবছর ২০২৫-২৬ এর জুলাই থেকে মার্চ সময়ে মোট রপ্তানি আয় ৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ কমে ৩৫ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে, যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে এই আয় ছিল ৩৭ দশমিক ১৯ বিলিয়ন ডলার। এ নিয়ে টানা আট মাস রপ্তানি আয় নিম্নমুখী। এদিকে দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক শিল্পেও নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। এই খাতে রপ্তানি আয় ৫ দশমিক ৫১ শতাংশ কমে ২৮ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা গত বছর একই সময়ে ছিল ৩০ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলার। প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক, যা জাতীয় রপ্তানি আয়ে ৮৪ শতাংশ অবদান রাখে, এর শিপমেন্ট কমে যাওয়াই এই পতনের মূল কারণ বলে মন্তব্য করেছেন রপ্তানিকারক ও বিশেষজ্ঞরা। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যে দেখা গেছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে মোট রপ্তানি আয় ৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৩৫ দশমিক ৩৯ বিলিয়ন ডলারে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৩৭ দশমিক ১৯ বিলিয়ন ডলার।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

মেহেরপুরে সাড়ে ৪ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ

মেহেরপুরের গাংনীতে জ্বালানি তেল নামানোর সময় লরি বোঝাই সাড়ে চার হাজার লিটার ডিজেল জব্দ করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে উপজেলার সাহেবনগর বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি লরি খুলনা ডিপো থেকে ডিজেল নিয়ে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার গোয়াল গ্রামে যাওয়ার কথা ছিল। তবে নির্ধারিত গন্তব্যে না গিয়ে লরিটি গাংনীর সাহেবনগর বাজারে গিয়ে থামে। সেখানকার রিপন নামের এক সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ীর দোকানে অবৈধভাবে তেল নামানো হচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে অভিযান চালায়। এ সময় সংশ্লিষ্টদের কাছে তেলের বৈধ কাগজপত্র চাইলে তারা তা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়। পরে ঘটনাস্থল থেকে তেল বোঝাই লরিটি জব্দ করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি কিনতে সুদমুক্ত ঋণ দেওয়া বন্ধ

সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি কেনার জন্য দেওয়া সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা বন্ধ করেছে সরকার। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার চতুর্থ বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার দুপুরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়। প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২০ অনুযায়ী উপ-সচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তারা সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণ নিয়ে গাড়ি ক্রয়ের সুযোগ পেতেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

এখন থেকে গাড়িতে ৩০% জ্বালানি কম নেবেন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা

সরকারের পরিচালন ব্যয় কমাতে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা তাদের সরকারি কার্যক্রমে গাড়ির জন্য মাসিক বরাদ্দ করা জ্বালানির ৩০ শতাংশ কম নেবেন। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার চতুর্থ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে এ বৈঠক হয়। শুক্রবার দুপুরে মন্ত্রিসভা বৈঠকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়েছে, সরকারি খাতে গাড়ি, জলযান, আকাশযান এবং কম্পিউটার ক্রয় শতভাগ কমাতে হবে। এতে আরও বলা হয়, সরকারি গাড়িতে মাসিক ভিত্তিতে বরাদ্দ করা জ্বালানির ব্যবহার ৩০ শতাংশ কমাতে হবে। সরকারি কার্যালয়ে জ্বালানি/বিদ্যুৎ/গ্যাস ব্যবহার ৩০ শতাংশ কমাতে হবে। আবাসিক ভবন শোভাবর্ধন ব্যয় ২০ শতাংশ এবং অনাবাসিক ভবন শোভাবর্ধন ব্যয় ৫০ শতাংশ কমাতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

দেশে তেলের কোনো সংকট নেই : স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেছেন, দেশে কোনো ধরনের তেলের সংকট নেই। সরকার আগাম তিন মাসের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। তেলের আমদানি ও সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রয়েছে। এছাড়া, জ্বালানি সাশ্রয়ে নতুন কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে, সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে বাজার বন্ধ রাখা এবং মন্ত্রী ও সচিবদের ব্যয় ৩০ শতাংশ কমিয়ে আনা। শুক্রবার সকালে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার মাহমুদুল হাসান চাঁদবাজার পরিদর্শনের সময় তিনি এসব কথা বলেন। মীর শাহে আলম বলেন, গত ১৭ বছর ধরে শুধু উন্নয়নের বুলি শোনা গেছে, বাস্তবে কোনো দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়নি। মাঠপর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে এখন সেই বাস্তব চিত্র পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

সিঙ্গাপুর থেকে এলো ২৭ হাজার টন ডিজেল, খালাস হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরে

চট্টগ্রাম বন্দরে সিঙ্গাপুর থেকে ২৭ হাজার ৩০০ টন ডিজেলের একটি চালান এসেছে। বর্তমানে পদ্মা অয়েল কোম্পানির জেটিতে তা খালাস করা হচ্ছে। শুক্রবার দুপুর ২টার দিকে 'ইউয়ান জিং হে' নামের তেলবাহী জাহাজটি ডলফিন জেটি-৬-এ বার্থিং করে। বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন পদ্মা অয়েলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মফিজুর রহমান। তিনি জানান, আজ রাতে মালয়েশিয়া থেকে ৩৪ হাজার টন ডিজেল নিয়ে আরও একটি জাহাজ ভিড়বে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব সৈয়দ রেফায়েত হামিম জাগো নিউজকে বলেন, 'ইউয়ান জিং হে' নামের জাহাজটি শুক্রবার ভোরে বহির্নোঙরে এসে পৌঁছে। এটি বর্তমানে ডলফিন জেটিতে বার্থিং করেছে। তাছাড়া, রাতে 'শান গ্যাং ফা জিয়ান' নামের আরও একটি জাহাজ জ্বালানি তেল নিয়ে বন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এলএনজি নিয়ে আরেক একটি জাহাজ শনিবার আসার কথা রয়েছে বলেও জানান সৈয়দ রেফায়েত হামিম।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

প্রতিদিন ৩১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনা ও যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সমন্বিত কর্মকৌশল নিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ। এ কর্মকৌশলের আওতায় প্রতিদিন প্রায় তিন হাজার ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার চতুর্থ বৈঠকে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার দুপুরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, বৈঠকে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনা ও যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিদ্যমান সংঘাতে জ্বালানি তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সার খাতে প্রভাবৎ, পরিস্থিতি মোকাবিলায় গৃহীত কর্মকৌশল, অর্থায়ন কৌশল সম্বলিত অর্থ বিভাগের প্রণীত কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিদ্যমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট নিরসনে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রণীত সমন্বিত কর্মকৌশলে প্রতিদিন প্রায় ৩ হাজার ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান, সারের উৎপাদন, মজুত ও সুষ্ঠু বিতরণ নিশ্চিতকরণ, শিল্প উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার স্বার্থে শিল্পখাতে প্রয়োজনীয় জ্বালানির জোগান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অব্যাহত রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

চুয়াডাঙ্গায় মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস

চুয়াডাঙ্গায় আজ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে মৌসুমের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, চুয়াডাঙ্গায় তাপমাত্রা ৩৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। এটি মাঝারি মানের তাপপ্রবাহ। এতে করে এলাকা জুড়ে তীব্র গরমের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শুক্রবার বিকেলে জাগো নিউজকে এমন তথ্য জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ একেএম

নাজমুল হক। তিনি বলেন, রাজশাহী, খুলনা বিভাগসহ আরও ৯টি জেলায় তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগের ৫টি জেলাও রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

সিরাজগঞ্জে চাকা ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারায় যাত্রীবাহী বাস, নিহত ৩

যমুনা সেতু পশ্চিম সংযোগ সড়কে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালকসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এতে অন্তত আরও ১২-১৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। শুক্রবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কের সিরাজগঞ্জ নলকা নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- বগুড়া জেলার শাজাহানপুর থানার গোহাইল গ্রামের আয়েছ উদ্দিনের ছেলে বাস চালক জাহাঙ্গীর আলম, নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার শ্রীরামপুর রাকিবুল ইসলাম রকেট ও সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার সমেশপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের স্ত্রী রাখী বেগম। যমুনা সেতু পশ্চিম থানার উপ-পরিদর্শক বীথি খাতুন জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ঢাকাগামী 'বুশরা পরিবহণের' একটি যাত্রীবাহী বাস ঘটনাস্থলে পৌঁছালে হঠাৎ চাকা ফেটে যায়। এতে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে রোড ডিভাইডার ও ওভার ব্রিজের সঙ্গে জোরে ধাক্কা খেয়ে আটকে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই বাসের চালকসহ দু-জনের মৃত্যু হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

টাঙ্গাইলে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু

টাঙ্গাইলে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকালে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটির মৃত্যু হয়। এ নিয়ে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ২ জনের মৃত্যু হলো। নিহত শিশুর নাম সাফা, বয়স এক বছর এক মাস। হাসপাতাল সূত্র জানা যায়, গত ২২ মার্চ সাফা হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়। পরে শুক্রবার ভোরে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় শুক্রবার সকাল পর্যন্ত টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ৮ জন শিশু ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ২৩ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

৬টার পরও খোলা মিরপুরের বিপণিবিতান, নির্দেশনা বাস্তবায়নে গড়িমসি

জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে বিপণিবিতান বন্ধ রাখার সরকারি নির্দেশনা থাকলেও, রাজধানীর মিরপুর-১২ নম্বর এলাকায় তা বাস্তবায়নে গড়িমসি দেখা গেছে। শুক্রবার সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়, নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পরও অধিকাংশ দোকানপাট খোলা রয়েছে, বন্ধ রয়েছে হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাবে উদ্ভূত জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সরকার সম্প্রতি একগুচ্ছ কৃচ্ছ্র সাধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সরকারি-বেসরকারি অফিস সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত পরিচালিত হবে এবং সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সব ধরনের বিপণিবিতান ও মার্কেট বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে বাস্তব চিত্র ভিন্ন। আজ শুক্রবার মিরপুর-১২ নম্বরের রমজাননেছা সুপার মার্কেটের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় জুতা ও পোশাকের বেশ কয়েকটি দোকান সন্ধ্যার পরও খোলা দেখা যায়। মোল্লা সুপার মার্কেট ও হাজী কুজরত আলী মার্কেটেও একই চিত্র দেখা গেছে। কুজরত আলী সুপার মার্কেটের নিচতলায় সামিরা ক্রোকারিজের মালিক আমিনুল ইসলাম বলেন, আমরা ৬টায় বন্ধ করবো। ৬টায় বন্ধের নির্দেশনা পেয়েছি। তবে ৬টার পরও দোকানটি খোলা ছিল।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

ঢাকায় পৌঁছেছে যুদ্ধে নিহত বাহরাইন প্রবাসী তারেকের মরদেহ

বাহরাইনে ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ পড়ে নিহত বাংলাদেশি এস এম তারেকের মরদেহ ঢাকায় পৌঁছেছে। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা ৪৭ মিনিটে গালফ এয়ারের জিএফ-২২৫০ ফ্লাইটে তার মরদেহ ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায়। বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এবং প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক মরদেহ গ্রহণ করেন। এ সময় মৃতের আত্মীয় রিয়াজউদ্দীন উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ;০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

সরকারি নির্দেশনার তোয়াক্কা নেই, নিউমার্কেটে রাত সাড়ে ৮টায়ও দোকান খোলা

জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সরকার নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে বিপণিবিতান বন্ধ রাখার নির্দেশনা থাকলেও, রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় তার বাস্তবায়ন নেই বললেই চলে। নির্ধারিত সময় অতিক্রমের পরও অধিকাংশ দোকান খোলা রেখে ব্যবসা চালিয়ে যেতে দেখা গেছে ব্যবসায়ীদের। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সরেজমিনে নিউমার্কেট এলাকায় এমন চিত্র দেখা গেছে। সরেজমিনে দেখা যায়, অধিকাংশ দোকানই খোলা রয়েছে। ক্রেতাদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে পোশাক, জুতা ও কসমেটিকসের দোকানগুলোতে কেনা-বেচা স্বাভাবিকভাবেই চলতে দেখা গেছে। এতে করে সরকারি নির্দেশনার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ সময় কিছু দোকান বন্ধ থাকলেও, সংখ্যায় তা ছিল হাতে গোনা। অনেক ব্যবসায়ী জানান, ঈদ-পরবর্তী সময়েও বিক্রি ধরে রাখতে তারা দোকান খোলা রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

খিলগাঁওয়ে সন্তানকে গলা কেটে হত্যা পর মায়ের আত্মহত্যা

রাজধানীর খিলগাঁও তিলপাপাড়া এলাকার একটি বাসায় সন্তানকে হত্যার পর মা আত্মহত্যা করেছেন। নিহতরা হলেন- মা নার্গিস আক্তার (৩৫) ও ছেলে মাহিম (০৫)। শুক্রবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। খিলগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক রফিকুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে বিকেলে খিলগাঁও তিলপাপাড়ার বাসায় যাই। সেখানে মা ও ছেলের মরদেহ উদ্ধার করি। আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়না তদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, স্বামীর সঙ্গে পারিবারিক কলহের জেরে ৫ বছরের শিশু সন্তানকে হত্যার পরে নিজেও আত্মহত্যা করেছেন। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান। নিহতের স্বামী একজন সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালক।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

সন্ধ্যা ৬টায় দোকান বন্ধ নিয়ে ব্যবসায়ীদের অসন্তোষ, সময় বাড়ানোর দাবি

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সন্ধ্যা ৬টার পর সব ধরনের দোকান, বিপণিবিতান ও মার্কেট বন্ধ রাখার নির্দেশে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা। তাদের মতে, ৬টায় দোকান বন্ধ করলে বিক্রিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং এটি সার্বিক অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করবে। তাই সরকারের কাছে দোকান খোলা রাখার সময় আরও কিছুটা বাড়ানোর আহ্বান জানাবেন তারা। এদিকে, শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায়, সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে সন্ধ্যা ৬টার পরও একাধিক বিপণিবিতান ও মার্কেট খোলা ছিল। তালতলা ও মৌচাক মার্কেটসহ মিরপুরের বিভিন্ন মার্কেটে বেচাকেনা স্বাভাবিকভাবে চলছিল। অন্যদিকে, এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তুতি চলছে দোকান মালিকদের দুই সংগঠনের। বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, "আমরা সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে চলার চেষ্টা করছি। তবে শনিবার (৪ এপ্রিল) সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বসবো, জানতে চাইবো এভাবে দোকান বন্ধ রাখলে প্রকৃতপক্ষে কতটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। পাশাপাশি, প্রতিবার কেন এ ধরনের সিদ্ধান্ত শুধু আমাদের ওপরই আসে, সেটাও জানতে চাই।" আরেক সংগঠন দোকান মালিক ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি নাজমুল হাসান মাহমুদ বলেন, "আমরা সরকারের সিদ্ধান্ত মানতে চাই, কারণ দেশকে ভালোবাসি। বর্তমান পরিস্থিতি বৈশ্বিক, এটা আমরা বুঝি।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

হামের উপসর্গ নিয়ে ১৯ দিনে ৯৪ জনের মৃত্যু : স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

দেশে হামের প্রাদুর্ভাব অব্যাহত রয়েছে। গত ১৯ দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে হামের উপসর্গ নিয়ে ৯৪ শিশুর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া, গত ২৪ ঘণ্টায় সন্দেহজনক হাম রোগে আরও তিনজন মারা গেছেন। শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হাম পরিস্থিতি নিয়ে এ তথ্য জানায়। সংস্থাটি জানায়, গত ১৫ মার্চ থেকে এসব তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, দেশে হামে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৫ হাজার ৭৯২ জনে দাঁড়িয়েছে। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় সন্দেহজনকভাবে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৯৪৭ জন, যার মধ্যে ৪২ জনের হামে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া, গত ১৫ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন হাসপাতালে সন্দেহজনক হাম রোগে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৩ হাজার ৭৭৬ জন। তাদের মধ্যে ৭৭১ জনের ক্ষেত্রে হামে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৪.২০২৬ আসাদ)

BBC

MYANMAR'S COUP LEADER WHO SET OFF A BRUTAL CIVIL WAR BECOMES PRESIDENT

Just seven days after he made the fateful decision to launch his coup against the elected government of Aung San Suu Kyi on 1 February 2021, General Min Aung Hlaing made a promise; to hold elections, and return to civilian rule, within a year. It has taken him five years to fulfil that promise. Today, the newly-elected parliament chose him to be the next president. Min Aung Hlaing has already stepped down as armed forces commander, as required by the constitution before he can take the post of president. But this is civilian rule in name only. The parliament, sitting for the first time since the coup, is filled with his loyalists. With the armed forces guaranteed one quarter of the seats, and the military's own party, the USDP, winning nearly 80% of the remaining seats in an election which was tilted heavily in its favour, this was a preordained outcome. More of a coronation, than an election.
(BBC Web page : 03.04.2026 Ali Ahmed)

FRANCE'S MUSLIM GATHERING BAN OVERTURNED BY COURTS

A major gathering of Muslims in northern Paris is going ahead as planned after a French court overturned a government bid to ban it. The Paris police department argued that the four-day Annual Encounter of Muslims of France was a security threat because it could be a target of terrorism. But the organisers – the Muslims of France (MF) association – sought an emergency injunction to let the event go ahead, arguing that a ban would be a breach of basic liberties. The administrative court agreed and overturned the government decree, just two hours before the planned 14:00 (13:00 BST) opening. The court said in its ruling that

elements provided by police "did not establish the risk of counter-demonstrations, or that the gathering would be targeted by far-right groups". It also dismissed the argument that the event would pose an unacceptable strain on police resources, noting that the organisers had themselves assured extra security.(BBC Web page : 03.04.2026 Ali Ahmed)

INTERNATIONAL LAW EXPERTS ALLEGE VIOLATIONS IN IRAN WAR

More than 100 experts on international law have signed an open letter expressing "profound concern" about what they see as serious violations of international law by the US, Israel and Iran in the Middle East war. They say the US-Israeli decision to attack on Iran was a clear breach of the United Nations Charter, which prohibits the use of force outside of self-defence or when authorised by the UN Security Council. The experts point to "alarming rhetoric" being used by officials, including US President Donald Trump's threats to "obliterate" Iran's power plants. In response, the White House said Trump was making the entire region safer and dismissed what it described as "so-called experts".
(BBC Web page : 03.04.2026 Ali Ahmed)

'THIS HAS GOT ME WORRIED': IRANIANS FEAR WHAT COMES NEXT AFTER US STRIKE ON KARAJ BRIDGE

US President Donald Trump has warned Iran that there will be strikes on its bridges and electric power plants if its leaders do not agree to his terms to end the war. It came after Iranian media said eight people were killed and almost 100 injured when a bridge under construction in the city of Karaj, west of Tehran, was bombed on Thursday. Many people had been picnicking near the B1 suspension bridge for the 13th day of the Nowruz holidays when it was targeted twice by US warplanes. "Our Military, the greatest and most powerful (by far!) anywhere in the World, hasn't even started destroying what's left in Iran," Trump wrote on Truth Social. "New Regime leadership knows what has to be done, and has to be done, FAST!" However, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said on his X account that "striking civilian structures, including unfinished bridges, will not compel Iranians to surrender". He declared that the strike on the bridge "only conveys the defeat and moral collapse of an enemy in disarray", and that "damage to America's standing" would "never recover". (BBC Web page : 03.04.2026 Ali Ahmed)

TRUMP REMOVES US ATTORNEY GENERAL PAM BONDI

US President Donald Trump has removed Attorney General Pam Bondi - a longtime ally and fierce defender of his administration - from her post as America's top law enforcement officer. Trump praised her in a post on Truth Social and said she would be "transitioning" to a role in the private sector. Bondi's time leading the justice department was often overshadowed by its handling of the release of files relating to Jeffrey Epstein and its investigation into the convicted sex offender. She is the second Trump administration official in recent weeks to be cut from her post, after Kristi Noem was ousted as homeland security chief in March. Bondi will be replaced by her former deputy, Todd Blanche. Blanche denied US media reports that Bondi's handling of the Epstein files had been a factor in Trump's thinking. "As President Trump said today, the attorney general made our country safe again, and she is a friend and did a great job in the first year of this administration," he told Fox News on Thursday evening.(BBC Web page : 03.04.2026 Ali Ahmed)

HEGSETH ASKS US ARMY'S TOP GENERAL TO STEP DOWN

US Defence Secretary Pete Hegseth has asked Army Chief of Staff Randy George to step down from his post, according to CBS News, the BBC's US partner. Chief Pentagon spokesman Sean Parnell said in a statement on social media that George "will be retiring from his position as the 41st chief of staff of the army effective immediately". The US Army chief normally serves a four-year term. George, a career military officer who graduated from the West Point military academy, was nominated for the role in 2023 by former President Joe Biden. The latest shake-up comes after Trump said in an address to the nation that the US-Israel war with Iran was expected to conclude "very shortly". George served as an infantry officer in the first Gulf War and in recent conflicts in Iraq and Afghanistan. It was not immediately clear why he was being asked to leave.
(BBC Web page : 03.04.2026 Ali Ahmed)

CUBA TO RELEASE MORE THAN 2,000 PRISONERS AS US PRESSURE MOUNTS

Cuba will free 2,010 prisoners as part of a "humanitarian and sovereign gesture", its government announced on Thursday, as it faces continued political pressure from the US.

Those freed will include foreign nationals, young people, women and those aged over 60, a statement from the Cuban embassy in the US said. It said the release was taking place "in the context of the religious celebrations of Holy Week, which is a customary practice in our criminal justice system". Since returning to the White House, US President Donald Trump has made clear his desire to change Cuba's Communist leadership and has blocked oil shipments to the island, causing severe fuel shortages and widespread blackouts. Last week, a Russian-owned tanker carrying an estimated 730,000 barrels of crude oil became the first to dock in one of Cuba's ports since early January. Cuba holds hundreds of political prisoners behind bars, according to Human Rights Watch, with government critics subject to harassment and criminal prosecution. (BBC Web page : 03.04.2026 Ali Ahmed)

:: THE END ::